ইসলামে আর্থিক বিষয়াবলী

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

ইসলামে আর্থিক বিষয়াবলী

শায়খপড বই

শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত

ইসলামে আর্থিক বিষয়াবলী

প্রথম সংস্করণ। ৭ মার্চ, ২০২৫।

শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

সুচিপত্র

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

কম্পাইলারের নোটস

ভূমিকা

ইসলামে আর্থিক বিষয়াবলী

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৬১-২৬৬

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৬৭-২৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৭৫-২৮১

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৮২-২৮৩

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

স্বীকৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমান্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী থাকবেন।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ।

ভূমিকা

নিচের ছোট বইটিতে ইসলামের কিছু আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন দানশীলতা, বৈধ ও অবৈধ ব্যবসা। এই আলোচনাটি পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা আল বাকারার ২৬১-২৮৩ আয়াতের উপর ভিত্তি করে তৈরি:

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে; প্রতিটি শীষে একশটি দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা [তার প্রতিদান] বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং পরে [এর কথা] স্মরণ করিয়ে দেয় না বা [অন্য] কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে, এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। সদয় কথা এবং ক্ষমা কষ্টের পরে দান করার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং সহনশীল। হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের দানকে [এর কথা] স্মরণ করিয়ে বা আঘাত দিয়ে নষ্ট করো না, যেমনটি করে যে লোকদের দেখানোর জন্য তার সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না। তার উদাহরণ একটি [বড়] মসৃণ পাথরের মতো যার উপর ধুলো পড়ে এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে তা খালি হয়ে যায়। তারা যা অর্জন করেছে তার কিছুই রাখতে সক্ষম নয়। আর আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ দেখান না। আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আত্মবিশ্বাসের জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হলো উঁচু জমিতে অবস্থিত একটি বাগানের মতো, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়, ফলে তা দ্বিগুণ ফল দেয়। আর যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয়, তবে এক ফোঁটা বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড দেখেন। তোমাদের কেউ কি খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান চায় যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয় এবং তাতে তার জন্য সব ধরণের ফল থাকে? কিন্তু সে বার্ধক্যে আক্রান্ত হয় এবং তার দুর্বল সন্তান থাকে, যার ফলে আগুনে ঘূর্ণিঝড় আসে এবং তা পুড়ে যায়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন যাতে তোমরা চিন্তা

করতে পার। হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং যা আমরা তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় করো। আর তোমরা তা থেকে ত্রুটিপূর্ণ জিনিসের দিকে লক্ষ্য করো না, বরং তা থেকে ব্যয় করো, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না। চোখ বন্ধ করে। জেনে রাখো যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত। শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও জ্ঞানী। তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন, আর যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে অবশ্যই প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা স্মরণ করবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো অথবা মানত করো, আল্লাহ তা জানেন। আর জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। যদি তোমরা তোমাদের দান-খয়রাত প্রকাশ করো, তবে তা উত্তম; আর যদি তোমরা তা গোপন করো এবং দরিদ্রদেরকে দান করো, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, এবং তিনি তোমাদের কিছু পাপ দূর করে দেবেন। আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাদের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তোমাদের নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর তোমরা [ঈমানদারগণ] যা কিছু সৎকর্ম ব্যয় করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই, আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি [অর্থাৎ অনুমোদন] ছাড়া ব্যয় করো না। আর তোমরা যা কিছু সৎকর্ম ব্যয় করো, তা তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের উপর কোন অন্যায় করা হবে না। [দান] আল্লাহর পথে আটকে রাখা দরিদ্রদের জন্য, যারা পৃথিবীতে চলাফেরা করতে অক্ষম। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের সংযমের কারণে তাদেরকে অধরা মনে করবে, কিন্তু তুমি তাদের [চরিত্র] লক্ষণ দ্বারা তাদের চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে বারবার জিজ্ঞাসা করে না [অথবা মোটেও]। আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন। যারা রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন-সম্পদ [আল্লাহর পথে] ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের উপর কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াতে পারে না, যেমন দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি শয়তান দ্বারা পাগল হয়ে যায়। কারণ তারা বলে, "ব্যবসাও সুদের মতোই।" কিন্তু আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত থাকে, তার জন্য অতীতের জিনিসপত্র রয়েছে এবং তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যে কেউ [সুদ বা সুদ লেনদেনে] ফিরে

আসে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দান-খয়রাতের জন্য বৃদ্ধি দান করেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না। নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা ত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তা না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তাহলে তোমাদের মূলধন তোমাদের জন্য রয়েছে - যাতে তোমরা কোন অন্যায় করো না এবং তোমাদের উপর কোন অন্যায় করা হবে না। আর যদি কেউ কষ্টে থাকে, তাহলে [ঋণ] স্বস্তির সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখা উচিত। আর যদি তোমরা [তোমার অধিকার থেকে] দান করো, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। আর সেই দিনকে ভয় করো, যখন তোমাদের আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের উপর কোন অন্যায় করা হবে না। হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিখে রাখো। আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখুন। কোন লেখক যেন আল্লাহ তাকে যা শিখিয়েছেন তা লিখতে অস্বীকার না করে। তাই সে যেন লিখে এবং যার উপর ঋণ আছে সে যেন লিখে। সে যেন তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে এবং কিছু বাদ না দেয়। কিন্তু যার উপর ঋণ আছে সে যদি অজ্ঞ হয় অথবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লিখে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে। আর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষীকে সাক্ষী হিসেবে আন। আর যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তাহলে একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করো - যাতে তাদের একজন ভুল করে, তাহলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। আর সাক্ষীরা যেন তাদের ডাকা হলে অস্বীকার না করে। আর [নির্দিষ্ট] সময়ের জন্য তা ছোট হোক বা বড় হোক, লিখতে ক্লান্ত হয়ো না। এটি আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত এবং প্রমাণ হিসেবে শক্তিশালী এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ দূর করার সম্ভাবনা বেশি, যদি না তা তাৎক্ষণিক লেনদেনের ক্ষেত্রে হয়। কারণ [তাহলে] যদি তোমরা তা না লেখো, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর চুক্তি সম্পাদনের সময় সাক্ষী রাখো। কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয়। কারণ যদি তোমরা তা করো,

তবে তা তোমাদের মধ্যে [গুরুতর] অবাধ্যতা। আর আল্লাহকে ভয় করো। আর আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন। আর যদি তোমরা ভ্রমণে থাকো এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে জামানত নেওয়া উচিত। আর যদি তোমাদের কেউ অন্যের উপর আমানত রাখে, তাহলে যার উপর আমানত রাখা হয়েছে সে যেন তার আমানত আদায় করে এবং তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে। আর সাক্ষ্য গোপন করো না, কারণ যে ব্যক্তি তা গোপন করে, তার অন্তর অবশ্যই পাপী, আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।"

আলোচ্য পাঠগুলি বাস্তবায়ন করলে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণে সহায়তা হবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মন ও দেহের শান্তি ফিরে আসে।

ইসলামে আর্থিক বিষয়াবলী

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৬১-২৬৬

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ
مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

۞ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا
يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ
لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ
جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٦٥

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا
مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢٦٦

"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়; প্রতিটি শীষে একশ শস্য থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ।"

যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারপর ব্যয়ের পরে স্মরণ করিয়ে দেয় না বা কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

সদয় কথা বলা এবং ক্ষমা করা কষ্ট দেওয়া দানের চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত ও সহনশীল।

হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে (তাদের) স্মরণ করিয়ে অথবা কষ্ট দিয়ে নষ্ট করো না, যেমন করে সে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। তার উদাহরণ হলো একটি মসৃণ পাথরের মতো, যার উপর ধুলো পড়ে, তারপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলে তা খালি হয়ে যায়। তারা তাদের উপার্জনের কিছুই রাখতে পারে না। আর আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ দেখান না।

আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আত্মবিশ্বাসের জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হলো উঁচু জমিতে অবস্থিত একটি বাগানের মতো, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়, ফলে তা দ্বিগুণ ফল দেয়। আর যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয়, তাহলে এক ফোঁটা বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা দেখেন।

তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হোক, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হোক, এবং তাতে সর্বপ্রকার ফলমূল থাকুক? কিন্তু সে বার্ধক্যে আক্রান্ত এবং তার দুর্বল সন্তানসন্ততিও আছে, এবং তার উপর একটি ঘূর্ণিঝড় আসে, যাতে আগুন থাকে এবং তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো।"

আল্লাহ, মহিমান্বিত, মানুষকে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহারের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, যাতে তারা উভয় জগতে পুরষ্কার, আশীর্বাদ এবং মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৬১:

" *যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ..."*

এই পৃথিবীতে প্রদত্ত আশীর্বাদ এবং জান্নাতে প্রাপ্ত আশীর্বাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৪৩:

"... এবং তাদেরকে বলা হবে, "এটি সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ তোমাদের কর্মের জন্য।"

এই আয়াতে যেমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, একজন মুসলিম জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে, অর্থাৎ, তাদেরকে উপহার হিসেবে এর মালিকানা দেওয়া হবে। এই কারণেই মুসলমানরা জান্নাতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে কারণ তাদেরকে এর মালিকানা দেওয়া হবে। যদিও এই বস্তুগত জগতের আশীর্বাদ মানুষকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, উপহার হিসেবে নয়। উপহার মালিকানা নির্দেশ করে, অন্যদিকে ঋণের অর্থ হলো আশীর্বাদ তার প্রকৃত মালিক অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে ফেরত দেওয়া। এই বস্তুগত জগতের আশীর্বাদ যা মানুষকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে তা ফেরত দেওয়ার একমাত্র উপায় হলো ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার জন্য সেগুলো ব্যবহার করা। এটি আসলে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা এবং উভয় জগতেই আশীর্বাদ ও করুণা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"... যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের [অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

মানুষকে ঋণ হিসেবে যেসব পার্থিব নিয়ামত দেওয়া হয়েছে, সেগুলো অবশ্যই তার প্রকৃত মালিক, মহান আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা জোরপূর্বক। যদি তা স্বেচ্ছায় ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে তারা প্রচুর প্রতিদান পাবে, কিন্তু যদি তা জোরপূর্বক ফেরত দেওয়া হয়, যেমন তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে, তাহলে এই নিয়ামতগুলো তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

মুসলমানদের জন্য উপহার এবং ঋণের মধ্যে পার্থক্য বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা এই বস্তুগত জগতের আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয়।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬১:

" যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ..."

প্রথমত, এই সওয়াব অর্জনের জন্য একটি ভালো নিয়ত প্রয়োজন। নিয়ত হলো ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি, ঠিক যেমন হালাল উপার্জন এবং ব্যবহার করা ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি। সওয়াব অর্জনের জন্য এই দুটিই সঠিক হতে হবে। এই আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করছে। যে ব্যক্তি অন্য কোনও কারণে কাজ করে সে কোনও সওয়াব পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ভালো নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে কেউ মানুষের কাছ থেকে কোনও প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা আশা করে না।

উপরন্তু, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে, উভয় জগতে পুরষ্কার, আশীর্বাদ এবং মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য, সম্পদের মতো প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা উচিত। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৬১:

" *যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়...*"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঠিক যেমন একটি গাছ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, তেমনি একজন ব্যক্তির প্রতিদান এবং আশীর্বাদ তাদের নিজস্ব সময়সূচী অনুসারে নয় বরং মহান আল্লাহর সময়সূচী অনুসারে তাদের কাছে পৌঁছায়। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম যারা সৎকর্ম করে তারা তাৎক্ষণিক প্রতিদান আশা করে, যা

সবসময় হয় না, কারণ আল্লাহ, মহান, তাঁর সময়সূচী অনুসারে মানুষকে পুরস্কৃত করেন এবং আশীর্বাদ করেন, যা উভয় জগতেই তাদের জন্য সর্বোত্তম। তাই, মহান আল্লাহর আনুগত্য করার প্রচেষ্টার একটি অংশ হল, সৎকর্ম করার সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং তাৎক্ষণিক আশীর্বাদ এবং প্রতিদান আশা না করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

ইসলামী শিক্ষায় সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ সওয়াব ঘোষণা করা হয়েছে। কিছু শিক্ষা দশগুণ, কিছু সাতশ গুণ এবং কিছু ক্ষেত্রে এমন সওয়াবের পরামর্শ দেয় যা গণনা করা যায় না। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৬১:

"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে; প্রতিটি শীষে একশ শস্য থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা [তার প্রতিদান] বহুগুণে বৃদ্ধি করেন..."

এই পরিবর্তনশীল প্রতিদান নির্ভর করে একজন ব্যক্তির আন্তরিকতার উপর। একজন ব্যক্তি যত বেশি আন্তরিক, তত বেশি তারা পুরস্কৃত হবে। অর্থাৎ, তারা যত বেশি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করবে, তত বেশি তারা পুরস্কৃত হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ না চেয়ে কেবল আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে, সে সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি প্রতিদান পাবে যে আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে এবং বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ কামনা করে। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত নিয়ামত, যেমন সম্পদ, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে সরাসরি উল্লেখিত জিনিসগুলিতে যত বেশি ব্যবহার করবে, তার পুরষ্কারও বৃদ্ধি পেতে পারে, যেমন এতিম এবং বিধবাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করা।

অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা যেন একটি ভালো নিয়ত গ্রহণ করে, যথাসম্ভব আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে কাজ করে, কারণ মহান আল্লাহ তাদের নিয়ত, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং সে অনুযায়ী তাদের ক্ষতিপূরণ দেবেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৬১:

"... আর আল্লাহ সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ।"

ঠিক যেমন একজন কৃষক ফসল রোপণ করে, তাকে ফসল থেকে লাভবান হওয়ার জন্য তার যত্ন নিতে হয়, ঠিক তেমনি যে সৎকর্ম করে তাকে উভয় জগতে তার প্রতিদান পাওয়ার জন্য ফসল রক্ষা করতে হবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬২:

"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারপর ব্যয়ের পরে স্মরণ করিয়ে দেয় না বা কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে..."

অন্যদের প্রতি তাদের কৃত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। এটি করা মহান আল্লাহর প্রতি একজনের অকৃতজ্ঞতার স্পষ্ট প্রমাণ। এছাড়াও, একজন ব্যক্তির উচিত অন্যদের প্রতি করা ভালো কাজগুলিকে তাদের অপমান, বিব্রত বা লজ্জা দেওয়ার উপায় হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা, বিশেষ করে অন্যদের সামনে। এটি করা গর্বের লক্ষণ, কারণ এই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা যাকে সাহায্য করেছে তার চেয়ে তারা শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের ছোট করে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সর্বদা মনে রাখা উচিত যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত আশীর্বাদ, যেমন সম্পদ, মহান আল্লাহ তাদের ঋণ হিসাবে দিয়েছেন, উপহার হিসাবে নয়। ঋণ অবশ্যই তার মালিককে পরিশোধ করতে হবে। মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের উপায় হল তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। অতএব, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করে সে কেবল আল্লাহর প্রতি তার ঋণ পরিশোধ করছে। যখন কেউ এটি মনে রাখবে, তখন তারা এমন আচরণ করা থেকে বিরত থাকবে যেন তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহ, অথবা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি কোন অনুগ্রহ করছে। বাস্তবে, আল্লাহ, তাদেরকে পার্থিব আশীর্বাদ দান করে এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করে অসংখ্য সওয়াব অর্জনের সুযোগ দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। উপরন্তু, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করে দাতার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যদি প্রতিটি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে ঐশী শিক্ষায় উল্লিখিত সওয়াব কীভাবে পাবে? এই বিষয়গুলি মনে রাখলে ভুল উদ্দেশ্য এবং মনোভাব গ্রহণ করে তাদের সওয়াব নষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে।

যে ব্যক্তি সঠিক মনোভাব গ্রহণ করে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬২:

" যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারপর ব্যয়ের পরে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না বা কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

মানসিক শান্তি কেবল এইভাবেই অর্জিত হয়, কারণ একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই জ্ঞান আছে যে তিনি মানবজাতিকে একটি সুষম মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের জন্য নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করবেন। উপরন্তু, তিনিই একজন ব্যক্তিকে শেখাতে পারেন কিভাবে তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিক স্থানে স্থাপন করতে হয় এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে হয়। এই সমস্ত জিনিস উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

মানুষ যতই জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, জ্ঞানের অভাব, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে তারা কখনই এমন আচরণবিধি তৈরি করতে পারবে না যা মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করলেও ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করতে হবে। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, জেনে রাখেন যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই রোগী যেভাবে সুস্বাস্থ্য অর্জন করবেন, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করেন তিনি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করবেন। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬২:

" *... তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"*

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে চাপ এবং অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না, কারণ এটি অনিবার্য এবং এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার পরীক্ষার অংশ। এই আয়াতে মানসিক শান্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে যাতে কেউ এই পৃথিবীতে যে চাপ, উদ্বেগ এবং অসুবিধার মুখোমুখি হয় তাতে কাবু না হয়। ফলস্বরূপ, তারা প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সফলভাবে যাত্রা করবে, তা সে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধার সময়, একই সাথে মানসিক শান্তি পাবে এবং উভয় জগতেই অগণিত পুরষ্কার পাবে। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং জিনিসপত্র এবং মানুষকে তার জীবনে ভুল জায়গায় স্থাপন করে, সে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে না। ফলস্বরূপ, তারা যে কোনও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে, যা তাদের চাপ এবং উদ্বেগকে বাড়িয়ে তুলবে যতক্ষণ না তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় গভীরভাবে পতিত হবে, যেমন বিষণ্ণতা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতা, এমনকি যদি তারা মজার মুহূর্তগুলিও উপভোগ করে। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

এরপর মহান আল্লাহ এমন একটি বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেন যা বুঝতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৬৩:

" মৃদু কথা বলা এবং ক্ষমা করা কষ্ট দেওয়ার পরে সদকা করার চেয়ে উত্তম..."

একজন ব্যক্তির জন্য সদয় কথার মাধ্যমে অন্যকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে নিজেকে ক্ষমা করা অনেক ভালো, বরং এমনভাবে সাহায্য করা যাতে সে আল্লাহর কাছ থেকে কোন ধরণের কৃতজ্ঞতা বা ক্ষতিপূরণ আশা করে, বরং আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান আশা করে। একজন ব্যক্তির কখনোই সাহায্য প্রার্থনাকারীর সাথে অভদ্র আচরণ করা উচিত নয়। যদি তারা অন্যদের সাহায্য করার মতো অবস্থায় না থাকে, তাহলে তাদের উচিত সদয়ভাবে ক্ষমা করা এবং অন্তত অভাবী ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ধৈর্য ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের কোন না কোনভাবে সাহায্য করবেন। অন্যকে এই উপদেশ দেওয়ার জন্য আলেম হওয়ার প্রয়োজন নেই। এছাড়াও, কেউ অভাবী ব্যক্তিকে অন্য কাউকে বা এমন কোনও সংস্থার কাছে নির্দেশ করতে পারে যারা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম হতে পারে। এইভাবে আচরণ করা একটি সৎকর্ম, এমনকি যদি কেউ অন্য কাউকে সাহায্য করতে না পারে, যেমন আর্থিক সাহায্য। যেমন আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন কেউ অন্যকে সাহায্য করে, তখন তারা আল্লাহ, পরাক্রমশালী, বা অভাবী ব্যক্তির প্রতি কোন উপকার করছে না, বরং তারা কেবল নিজেরই উপকার করছে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 15:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, তা তার নিজের জন্যই করে; আর যে কেউ মন্দ কাজ করে, তা তার (অর্থাৎ আত্মার) বিরুদ্ধে। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।"

আল্লাহ, মহিমান্বিত, সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল নন এবং যদি কেউ আল্লাহ, মহান আল্লাহ, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য যে সুযোগ দিয়েছেন তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়, যদি তার সামর্থ্য থাকে, তাহলে তিনি অন্য উপায়ে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৬৩:

"... আর আল্লাহ অভাবমুক্ত..."

এবং ১১ নম্বর সূরা হুদ, ৬ নম্বর আয়াত:

"আর পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহর উপর ন্যস্ত নয়, এবং তিনি জানেন তার আবাসস্থল এবং সংরক্ষণের স্থান। সবকিছুই একটি স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৩:

“...আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং সহনশীল।”

সাহায্য চাওয়া ব্যক্তি এবং অভাবী উভয়ের জন্যই ধৈর্য ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহায্য চাওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে হবে, এই আস্থা রেখে যে তিনি তাদের ব্যয়ের চেয়ে অনেক ভালো প্রতিদান দেবেন। সূরা ৩৪ সাবা, আয়াত ৩৯:

"বলুন, "নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন। কিন্তু তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার প্রতিদান দেবেন; এবং তিনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।"

যদি তারা অন্যকে সাহায্য করার মতো অবস্থায় না থাকে, তাহলে তাদের অবশ্যই একজন অভাবী ব্যক্তির প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে, যা তাদের সাহায্য না করার জন্য তাদের সমালোচনা করে। একজন মুসলিমকে মনে রাখতে হবে যে তাদের জীবনের লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, মানুষকে নয়। তাই যদি কেউ তাদের অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য সমালোচনা করে, তাহলে তাদের ধৈর্য ধরতে হবে এবং কঠোরভাবে সাড়া দেওয়া উচিত নয়।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৩:

“... আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং সহনশীল।”

অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের তাদের কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরে সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে তাদের কাজ হলো তাদের প্রদত্ত সম্পদ, যেমন শারীরিক শক্তি, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের সম্মুখীন যেকোনো সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যবহার করা এবং তারপর ধৈর্য ধরে মহান আল্লাহর কাছ থেকে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করা। সূরা ৯৪ আশ শরহ, আয়াত ৬:

"নিশ্চয়ই, কষ্টের সাথে স্বস্তি থাকবে।"

অধিকন্তু, তাদের মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত পরীক্ষা করেন না। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

এই বিষয়গুলো মনে রাখলে কঠিন সময়ে সহনশীলতা দেখাতে সাহায্য করবে।

পবিত্র কুরআনে যখন মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানান, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া মৌখিক ঈমানের দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হলো সেই প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজন ব্যক্তির অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতেই পুরষ্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। যেমন একটি ফলবান বৃক্ষ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সৎকর্ম করে। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ মুসলিমদের তাদের সমস্ত কাজে, বিশেষ করে যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে, তখন সঠিক নিয়ত গ্রহণ করার জন্য স্মরণ করিয়ে দেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৪:

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে (তাদের) স্মরণ করিয়ে অথবা কষ্ট দিয়ে নষ্ট করো না, যেমন করে সেই ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, অন্যদের প্রতি করা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া বা তাদের ক্ষতি করা, যেমন তাদের লজ্জা দেওয়া, স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করেনি। আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য ভালো কাজ করে সে ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে আল্লাহকে খুশি করার জন্য এবং বিচার দিবসে তাদের প্রতিদানে বিশ্বাস করে না। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি কেবল মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করে কারণ তাদের লক্ষ্য করার অন্য কোনও লক্ষ্য নেই, যেমন আল্লাহকে খুশি করা বা বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। অতএব, একজন মুসলিমের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য ভালো কাজ করার মনোভাব এড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একটি স্পষ্ট

লক্ষণ যে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে, মহানকে , অথবা বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার উপর বিশ্বাস করে না, এমনকি যদি তারা মৌখিকভাবে অন্যথা দাবি করে। অর্থ, যার সঠিক মনোভাব আছে সে কেবল আল্লাহকে খুশি করার জন্য এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য কার্যত প্রস্তুত থাকার জন্য কাজ করবে।

এরপর মহান আল্লাহ খারাপ নিয়ত গ্রহণের ক্ষতির উপর জোর দেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৬৪:

"...তার উদাহরণ হলো একটি [বড়] মসৃণ পাথরের মতো যার উপর ধুলো পড়ে, তারপর মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে তা খালি হয়ে যায়। তারা যা অর্জন করেছে তার কিছুই [রাখতে] অক্ষম..."

এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি খারাপ উদ্দেশ্য গ্রহণ করে, যার মধ্যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া অন্য কোনও কারণে ভালো কিছু করা জড়িত, সে তার প্রচেষ্টা এবং প্রতিদান নষ্ট করবে এবং উভয় জগতেই তার কিছুই থাকবে না। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে প্রদত্ত সম্পদ উপভোগ করবে না এবং তার খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে কোনও প্রতিদান পাবে না। এটি একটি বিরাট ক্ষতি। এই ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত সম্পদগুলিকে অন্য বৈধ উপায়ে ব্যবহার করাই ভালো ছিল যা তাদের কাছে আনন্দদায়ক ছিল, যেমন দান, খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করার চেয়ে। উপরন্তু, মানুষকে খুশি করার জন্য তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের ফলে, আল্লাহ, অবশেষে অন্যদের কাছে তাদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন যার ফলে মানুষ তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা হারিয়ে ফেলবে। এবং তারা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে যা কিছু ভাল কাজ করেছে তাও মানুষ সহজেই ভুলে যাবে, কারণ আল্লাহ, অকৃতজ্ঞ কাজগুলিকে মানুষের হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরে জীবিত

থাকতে দেন না। ইতিহাসের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তিনি মানুষের আন্তরিক কাজগুলোকে কীভাবে জীবিত রেখেছিলেন, অথচ মানুষের অকৃতজ্ঞ কাজগুলো দ্রুত ভুলে যায়, এমনকি যদি সেগুলো হাসপাতাল নির্মাণের মতো বড় কাজও হয়। আর যেহেতু মানুষ সাধারণত অকৃতজ্ঞ, তাই তারা সেই ব্যক্তির প্রচেষ্টার সত্যিকার অর্থে প্রশংসা করে না যে তাদের খুশি করার জন্য ভালো কাজ করে। এর ফলে ব্যক্তি কেবল তিক্ত এবং দুঃখিত হবে। এটি তাদের মানসিক শান্তি পেতে আরও বাধা দেবে। অতএব, খারাপ উদ্দেশ্য গ্রহণ করলে উভয় জগতেই কেবল তার শক্তি, সময়, সম্পদ এবং পুরষ্কার নষ্ট হয়। ১৮তম অধ্যায় আল কাহফ, আয়াত ১০৩-১০৪:

"বলুন, "আমরা কি তোমাদেরকে কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা] তারা যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

২৬৪ নং আয়াতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি খারাপ উদ্দেশ্য গ্রহণ করে সে প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার উপর বিশ্বাস করে না, এবং ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি এই পৃথিবীর প্রতিটি পরিস্থিতিতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত হবে না। ২য় সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৬৪:

"... আর আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ দেখান না।"

যারা ভালো কাজ করার সময় খারাপ উদ্দেশ্য গ্রহণ করে, এমনকি যদি তারা নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, তাদের জন্য এটি একটি সতর্কীকরণ। ঈমান হলো একটি গাছের মতো যাকে ভালো উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভালো কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি গাছ যা পানি জাতীয় পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে মারা যাবে, তেমনি যে ব্যক্তি ভালো উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভালো কাজ দিয়ে তাদের ঈমানকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও মারা যাবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা করেন যে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহারের সুবিধা কী, তা সঠিক উদ্দেশ্যের সাথে, অর্থাৎ তাঁকে খুশি করার এবং বিচার দিনের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৬৫:

"আর তাদের উদাহরণ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আত্মবিশ্বাসের জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে..."

নিজেদেরকে নিশ্চিত করার অর্থ হলো, এই ব্যক্তি যখন সঠিক নিয়ত গ্রহণ করে, তখন তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার উপর বিশ্বাস করে। অর্থাৎ, সঠিক নিয়ত গ্রহণ করা তাদের দৃঢ় ঈমানের লক্ষণ। অতএব, বিশ্বাসের নিশ্চয়তা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত কারণ এটি তাদের সর্বদা তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম সংশোধন করতে সহায়তা করবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে আলোচিত ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণগুলি শিখলে এবং তার উপর আমল করলে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জিত হয়। যার ঈমান যত শক্তিশালী হবে, তত বেশি তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ, মহানবী (সাঃ)-এর আনুগত্য করবে এবং বিচার দিবসে

তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হবে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করতে সহায়তা করে। এটি উভয় জগতেই মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা কেবল ভুল উদ্দেশ্য গ্রহণ করতে এবং প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। এর ফলে মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় এবং জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় স্থাপন করা হয়। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করা সম্ভব হয় না।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৫:

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং নিজেদের প্রতিদান নিশ্চিত করার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হলো উঁচু জমিতে অবস্থিত একটি বাগানের

মতো, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয় - ফলে তা দ্বিগুণ ফল দেয়। আর যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয়, তাহলে এক ফোঁটা বৃষ্টিই যথেষ্ট।"

এই আয়াতে উল্লেখিত দ্বিগুণটি হয়তো সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে সঠিক উপায়ে কাজ করলে উভয় জাহানেই যে পুরষ্কার, রহমত এবং মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায় তার প্রতি ইঙ্গিত করে। উপরন্তু, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, ব্যক্তির নিয়ত যত বেশি আন্তরিক হবে, তত বেশি পুরষ্কার পাবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে, কোন বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ না চায়, সে তার তুলনায় বেশি পুরষ্কার পাবে যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে এবং বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ কামনা করে।

এই আয়াতগুলির সমাপ্তি মহান আল্লাহ্‌র মাধ্যমে, যিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি যখন তাদের নিয়ত এবং কর্ম পর্যবেক্ষণ করেন, তখন তিনি উভয় জগতেই তাদের সেই অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৫:

"... আর তোমরা যা করছো, আল্লাহ তা দেখছেন।"

অতএব, একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সর্বদা তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজ সংশোধন করে, অন্যথায় তাদের প্রচেষ্টা, সময় এবং পুরষ্কার উভয় জগতেই নষ্ট হবে।

আল্লাহ তাআলা আলোচ্য মূল আয়াতগুলোর শিক্ষাকে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সারসংক্ষেপ করেছেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৬৬:

"তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হোক, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হোক, এবং তার মধ্যে সর্বপ্রকার ফলমূল থাকুক? কিন্তু সে বার্ধক্যে আক্রান্ত এবং তার দুর্বল [অর্থাৎ, অপরিণত] সন্তানসন্ততি থাকে, এবং আগুন ভরা ঘূর্ণিঝড়ে এটি পুড়ে যায়..."

এই দৃষ্টান্তের অর্থ হতে পারে যে, যখন কেউ অকৃতজ্ঞ কাজ করে, তখন তার সমস্ত প্রচেষ্টা, পার্থিব অর্জন, সম্পদ এবং প্রতিদান নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে, যেমন পার্থিব সংকটের সময়, মৃত্যুর সময়, কবরে বা বিচার দিবসে, তা তাদের কোন কাজে আসে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ১০৩-১০৪:

"বলুন, "আমরা কি তোমাদেরকে কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা] তারা যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

এবং অধ্যায় 25 আল ফুরকান, আয়াত 23:

"আর আমি তাদের কৃতকর্মের কাছে যাব এবং সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো করে দেব।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৬:

"তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হোক, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হোক, এবং তার মধ্যে সর্বপ্রকার ফলমূল থাকুক? কিন্তু সে বার্ধক্যে আক্রান্ত এবং তার দুর্বল [অর্থাৎ, অপরিণত] সন্তানসন্ততি থাকে, এবং আগুন ভরা ঘূর্ণিঝড়ে এটি পুড়ে যায়..."

যেহেতু মূল আয়াতগুলি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে, এই দৃষ্টান্তটি সেই ব্যক্তির কথাও উল্লেখ করতে পারে যে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ জিনিসের জন্য অপব্যবহার করে এবং তাদের মনোভাব তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় ফেলে দেয় এবং বিচার দিবসের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। তাদের মনোভাবের ফলে, তাদের জীবনের সবকিছু, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন, তাদের জন্য চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলার উৎস হয়ে ওঠে, কারণ তাদের জীবনে তাদের অপব্যবহার এবং ভুল জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে না, এমনকি যদি তাদের কাছে সম্পদের মতো অনেক পার্থিব জিনিস থাকে। অধ্যায় 9 তওবা, আয়াত 82:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে, যেমন পার্থিব সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সময়, তাদের কোন সম্পদই তাদেরকে সেই কষ্ট কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক সমর্থন দেয় না। এবং যখন তারা তাদের জবাবদিহিতার জন্য পরকালে পৌঁছাবে, কারণ তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেয়নি, তখন তারা খালি হাতে থাকবে, ঠিক যেমন দৃষ্টান্তের বৃদ্ধ লোকটি।

অতএব, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো আন্তরিকভাবে ব্যবহার করে এই পরিণতি এড়িয়ে চলা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য বাস্তবিকভাবে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। কিন্তু ২৬৬ নং আয়াতের শেষে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল তারাই ইসলামের শিক্ষাগুলো খোলা মনে চিন্তা করে উপকৃত হবে। অন্যদিকে, যারা ইসলামী শিক্ষাগুলোকে উপেক্ষা করে অথবা পবিত্র কুরআন এমন ভাষায় পাঠ করে যা তারা বোঝে না, তারা এর শিক্ষা ও শিক্ষা থেকে উপকৃত হবে না কারণ তারা এর শিক্ষাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বা তাদের জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে না। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৬৬:

"... *এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াত স্পষ্ট করে বলেন যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারো।*"

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৬৭ -২৭৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا
تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ٢٦٧

ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ
وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٢٦٨

يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا
يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٦٩

وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ
أَنصَارٍ ٢٧٠

إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ
وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٧١

۞لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ
فَلِأَنفُسِكُمۡۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ ٱللَّهِۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يُوَفَّ
إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٢

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى
ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا
يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ٢٧٣

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٤

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা উপার্জন করেছো এবং যা আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উত্তম জিনিস ব্যয় করো। আর তা থেকে অপবিত্র জিনিসের দিকে লক্ষ্য করো না, অথচ তোমরা তা [নিজেদের] চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করবে না। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত।"

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।

তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন, আর যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাকে অবশ্যই প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো অথবা মানত করো, আল্লাহ তা জানেন। আর জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

যদি তোমরা তোমাদের দান-খয়রাত প্রকাশ্যে করো, তবে তা উত্তম; কিন্তু যদি তোমরা তা গোপনে করো এবং দরিদ্রদের দান করো, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তাদের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর তোমরা [ঈমানদারগণ] যে কোন সৎকাজ ব্যয় করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই, আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করো। আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ ব্যয় করো, তা তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

[দান] সেইসব দরিদ্রদের জন্য যাদেরকে আল্লাহর পথে আটকে রাখা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে চলাফেরা করতে অক্ষম। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের সংযমের কারণে তাদেরকে স্বাবলম্বী মনে করবে, কিন্তু তুমি তাদের [চরিত্রের] লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে বারবার প্রার্থনা করে না [অথবা একেবারেই নয়]। আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন।

যারা রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন-সম্পদ [আল্লাহর পথে] ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

যখন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানান, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হলো প্রমাণ এবং প্রমাণ যা অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতেই পুরষ্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। যেমন একটি ফলবান বৃক্ষ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সৎকর্ম করে। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীস অনুসারে, মুসলমানদেরকে তিনি প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেন, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৭:

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা উপার্জন করেছো এবং যা আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উত্তম জিনিসপত্র ব্যয় করো..."

যখন একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তার যা কিছু আছে তা মহান আল্লাহর, তখন তার কাছে থাকা আশীর্বাদগুলো, যেমন দান, আল্লাহর অনুগ্রহে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সহজ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব গ্রহণ করে সে বুঝতে পারে যে তারা কেবল আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ফেরত দিচ্ছে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৪:

"হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যা রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো..."

এই আচরণ অহংকারের মাধ্যমে তাদের দানশীলতার সৎকর্ম নষ্ট করা থেকেও রক্ষা করে। অহংকার একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করায় যে তারা দান করে আল্লাহ এবং অভাবীদের প্রতি অনুগ্রহ করছে। কিন্তু একইভাবে একজন ব্যক্তি গর্ব ছাড়াই ব্যাংক ঋণ ফেরত দেয়, মুসলমানদের বুঝতে হবে যে তাদের দান হল আল্লাহ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের একটি উপায়। উপরন্তু, অভাবীরা তাদের দান গ্রহণ করে দাতার প্রতি অনুগ্রহ করছে। অভাবীরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার একটি উপায়, এবং তাদের ছাড়া এটি অসম্ভব। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে তাদের সম্পদ তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তির মাধ্যমে জমা হয়েছে, তাহলে তাদের বুঝতে হবে যে এই জিনিসগুলিও আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব, সম্পদের মতো আশীর্বাদের আকারে এই ঋণ অবশ্যই আল্লাহর কাছে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় তাদের এমন শাস্তির সম্মুখীন হতে হতে পারে যা এই পৃথিবীতে শুরু হবে এবং পরকালেও অব্যাহত থাকবে।

যখন কেউ দান করে, তখন তার লেনদেন কোন অভাবী ব্যক্তির সাথে হয় না, বরং তা হয় মহান আল্লাহর সাথে। যখন কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর সাথে ব্যবসা করে, তখন তারা এমন এক অকল্পনীয় লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যা তাদের এই দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত করবে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে এটি নির্দেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৪৫:

"কে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, যাতে তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন?"

এরপর মহান আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট উদাহরণের মাধ্যমে একটি সর্বজনীন নীতি ব্যাখ্যা করেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৬৭:

"... আর এর ত্রুটিপূর্ণ অংশের দিকে লক্ষ্য রেখো না, [তা থেকে] ব্যয় করো না, অথচ তুমি [নিজে] চোখ বন্ধ করে তা গ্রহণ করবে না..."

জীবনের সকল ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তির উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যেমন সে নিজেও অন্যদের দ্বারা আচরণ করা হোক তা কামনা করে। সহীহ বুখারী, ১৩ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে এটিই আসলে একজন মুমিনের সংজ্ঞা। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মানুষের অধিকার পূরণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সাহায্য করা, যেমন আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সহায়তা।

আল্লাহ তাআলা ২৬৭ নং আয়াতে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেষ করেছেন যে, তাদেরকে যে আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন অন্যদের সাহায্য করা, সেগুলো কেবল নিজেদেরই উপকার করে, কারণ আল্লাহ তাআলা স্বাধীন এবং অভাবমুক্ত এবং যদি কেউ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করে সওয়াব অর্জনের সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তিনি সহজেই অন্য উপায়ে একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারেন। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৬৭:

"... আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত..."

এবং অধ্যায় ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ১৫:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, তা তার নিজের জন্যই করে; আর যে কেউ মন্দ কাজ করে, তা তার (অর্থাৎ আত্মার) বিরুদ্ধে। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।"

উপরন্তু, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, একজনকে কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে একটি সৎকর্ম করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ, জ্ঞান এবং ক্ষমতা সবকিছুই মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে আসে। অতএব, অন্যদের সাহায্য করার মতো সৎকর্ম করার সময় নিজের প্রশংসা করা উচিত নয়, বরং তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করার উপর সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা, যিনি তাদেরকে সৎকর্ম করার ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে তারা উভয় জগতেই পুরষ্কার এবং মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৬৭:

"... আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত।"

এরপর মহান আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে বলেন যে, শয়তানের হাতিয়ার, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির কিছু দিক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভয়ের কারণে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার না করতে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৬৮:

"শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায়..."

এই দারিদ্র্য বিভিন্ন রূপ নিতে পারে, যেমন আর্থিকভাবে দরিদ্র হওয়া। একজন ব্যক্তি সামাজিকভাবে দরিদ্র হওয়ার ভয় পেতে পারেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের মতো তাদের জীবনে অপ্রিয় হয়ে পড়ার ভয় তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। একজন ব্যক্তি মানসিক দারিদ্র্যের ভয় পেতে পারেন, যার ফলে তারা ভয় পান যে যদি তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হবে, যা তাদের সুখ এবং মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত করবে। এই এবং অন্যান্য ভয়ের ফলে, একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করতে উৎসাহিত হয় যা তাদেরকে নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ কাজের দিকে পরিচালিত করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৮:

"শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়..."

কিন্তু একজন ব্যক্তির সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনি একজন ব্যক্তিকে এই সমস্ত ভয়ের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারেন এবং করবেন, যতক্ষণ না তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে তাঁর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৮:

"শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, অথচ আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী..."

এই সকল ভয় এবং এর নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায় হলো মনের শান্তি। অন্যদিকে, মনের শান্তির অভাব একজন ব্যক্তিকে ভীতসন্ত্রস্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য করবে, এমনকি যদি তারা তাদের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেও। যে ব্যক্তি এই বিভিন্ন ধরণের দারিদ্র্যের ভয়ে বাস করে, সে আসলে বেঁচে নেই, যদিও তা মনে হয়। অতএব, এই ভয় এবং এর নেতিবাচক পরিণতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একজনকে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এটি একজন ব্যক্তিকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দিতে সাহায্য করবে, একই সাথে পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করবে। এই সবকিছুই মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করে, যা পরবর্তীতে একজন ব্যক্তিকে পূর্বে আলোচিত ভয় এবং এর নেতিবাচক পরিণতি থেকে রক্ষা করবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৮:

"শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, অথচ আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী..."

অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা উচিত, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে এটি দান করেছেন, তাঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৮:

"... আর আল্লাহ সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ।"

এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ লক্ষ্য করে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান

যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৮:

"শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, অথচ আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী..."

এই আয়াতটি আল্লাহর রহমতের আশা করা এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে পার্থক্য করে। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা হলো যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যায়, এবং তাঁর কাছ থেকে করুণা, ক্ষমা এবং আশীর্বাদ আশা করে। ইসলামে এর কোন মূল্য নেই, কারণ এই ব্যক্তি শয়তানের আনুগত্য করছে। অন্যদিকে, আল্লাহর উপর প্রকৃত আশা হলো যখন কেউ তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, তিনি যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং তারপর তাঁর রহমতের আশা করে। এই আচরণে নিখুঁত হওয়া আল্লাহর উপর আশা করার শর্ত নয়। তবে একজন ব্যক্তি যখনই কোনও পাপ করে তখনই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, আল্লাহ, মহান, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহান, এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৯:

"তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন, আর যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাকে অবশ্যই প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে..."

জ্ঞান হলো যখন কেউ তার জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে যাতে তা তার এবং উভয় জগতের অন্যদের উপকার করে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জ্ঞান নিজেই ভালো বা খারাপ নয়। জ্ঞান যখন সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তখন তা কল্যাণের উৎস হতে পারে। অন্যদিকে, যখন অপব্যবহার করা হয় তখন জ্ঞান মন্দের উৎস হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যখন সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তখন তা ওষুধ এবং অন্যান্য উপকারের দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অপব্যবহার করা হয় তা অস্ত্র এবং অন্যান্য বিপজ্জনক জিনিস তৈরির দিকে পরিচালিত করে। এটি এমন জ্ঞান যা একজনকে তার জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। এবং এই জ্ঞান ইসলামী শিক্ষা থেকে উদ্ভূত, কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে শেখায় যে কীভাবে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদ, যেমন তাদের জ্ঞান, সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে শেখায় যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। কিন্তু ২৬৯ আয়াতের শেষে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেবলমাত্র তারাই যারা খোলামেলা এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে ইসলামী শিক্ষার কাছে যায় তারা এর জ্ঞান এবং উভয় জগতে মানুষকে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করার ক্ষমতা উপলব্ধি করবে। অধ্যায় ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৯:

"... আর বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ স্মরণ করবে না।"

এরপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেন যে, যদি কেউ ভুলে যায় যে, তিনি কখন তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন অথবা সমাজ যদি এই আচরণের সমালোচনা করে, তবুও আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম

সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং সে অনুযায়ী তাদের ক্ষতিপূরণ দেবেন। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৭০)

"আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো অথবা মানত করো, আল্লাহ তা জানেন..."

অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত মানুষের মনোভাব এবং সমালোচনা দেখে উদ্বিগ্ন না হওয়া এবং পরিবর্তে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা যাতে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তারা মানসিক শান্তি পাবে না, কারণ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারবে না এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল পথে চালিত করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ছাড়া আর কিছুই পাবে না, যেমন বিষণ্নতা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার চিন্তা, এমনকি যদি তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি অনুভব করে, এবং তাদের পার্থিব সম্পদ বা সম্পর্ক কোনওটিই এই

পরিণতি রোধ করতে সক্ষম হবে না। ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করলে এই পরিণতি বেশ স্পষ্ট। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭০:

"... আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

এবং ৯ম অধ্যায়, তাওবাহ, ৮২ নং আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭০:

"আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো অথবা মানত করো, আল্লাহ তা জানেন..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মানত হলো যখন কেউ তার পছন্দের কিছু বৈধ পেলে একটি নির্দিষ্ট ভালো কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও ইসলামে এটি অবৈধ নয়, তবুও যতটা সম্ভব এটি এড়িয়ে চলা উচিত কারণ একজন ব্যক্তি সহজেই এমন মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে যেখানে তারা এমন আচরণ করে যেন তাদের ভালো কাজগুলি মহান আল্লাহর কাছে মূল্যবান, এবং তারা কেবল তখনই তা করবে যখন তাদের পছন্দের পার্থিব জিনিসপত্র দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি থেকে স্বাধীন এবং কারও কাছ থেকে তার কোন প্রয়োজন নেই। একজন ব্যক্তির কাজ কেবল নিজের উপকার করে, যেখানে মহান আল্লাহ তা'আলা তা থেকে কোন উপকার পান না এবং অন্যরাও তা পান না। অধ্যায় ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ১৫:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, তা তার নিজের জন্যই করে; আর যে কেউ মন্দ কাজ করে, তা তার (অর্থাৎ আত্মার) বিরুদ্ধে। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।"

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা দানের মতো জনসাধারণের এবং ব্যক্তিগত সৎকর্মের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৭১:

"যদি তোমরা তোমাদের দান-খয়রাত প্রকাশ্যে করো, তাহলে তা ভালো; কিন্তু যদি তোমরা গোপনে তা দরিদ্রদের মাঝে দান করো, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম..."

উভয় ক্ষেত্রেই, কোন ভালো কাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য, একজনকে অবশ্যই একটি ভালো নিয়ত গ্রহণ করতে হবে, যা আল্লাহকে খুশি করার জন্য, এবং ভালো কাজটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে করতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে খুশি করার জন্য কাজ করে, সে কোন প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অন্যদের উৎসাহিত করার জন্য জনসাধারণের জন্য ভালো কাজ করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি তাদের উৎসাহের উপর আমল করে, সেও সেই সমান সওয়াব পাবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ৮৫:

"যে কেউ ভালো কাজের জন্য সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে [অর্থাৎ, প্রতিদান]; আর যে কেউ খারাপ কাজের জন্য সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে [অর্থাৎ, বোঝা]। আর আল্লাহ সর্বদা সবকিছুর উপর রক্ষক।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি অন্যদের খারাপ কাজ করতে উৎসাহিত করে, সে তার খারাপ পরামর্শে কাজ করা ব্যক্তির মতোই শাস্তি পাবে। অতএব, অন্যদের কেবল ভালো কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭১:

"যদি তুমি তোমার দাতব্য ব্যয় প্রকাশ করো, তাহলে সেগুলো ভালো..."

কিন্তু যারা ভয় করে যে তাদের ভালো কাজ প্রকাশের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের উচিত যতটা সম্ভব গোপন রাখা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭১:

"...কিন্তু যদি তুমি সেগুলো গোপন করে দরিদ্রদের দান করো, তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম..."

এছাড়াও, যদি কেউ অন্যের উপকার করে, যেমন আর্থিকভাবে সাহায্য করে, তাহলে তার ভালো কাজ গোপন রাখাই ভালো, যাতে অভাবী ব্যক্তি প্রকাশ্যে লজ্জিত না হন। জনসমক্ষে লজ্জিত হওয়া একজন অভাবী ব্যক্তিকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতে উৎসাহিত করতে পারে।

যাই হোক না কেন, একজনকে অবশ্যই একটি ভালো নিয়ত বজায় রাখতে হবে এবং ইসলামী শিক্ষা অনুসারে কাজ করতে হবে যাতে তারা তাদের প্রতিদান নষ্ট না করে, যেমন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাদের কৃত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ এই ভালো কাজের কারণে তাদের কিছু পাপ মুছে ফেলবেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭১:

"...এবং তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করবেন..."

এবং ১১ নম্বর সূরা হুদ, আয়াত ১১৪:

"...নিশ্চয়ই, সৎকর্ম পাপ দূর করে। এটি স্মরণকারীদের জন্য একটি স্মরণিকা।"

ছোট ছোট পাপগুলো ভালো কাজের মাধ্যমে মুছে ফেলা যায়, অন্যদিকে বড় বড় পাপগুলোর জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ তায়ালা এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলামে পাপকে ছোট এবং বড় হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে কবীরা পাপ কী তা নিয়ে অনেক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। একটি সহজ শ্রেণীবিভাগ হল, ইসলাম ইসলামী সরকারকে যে পাপের শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তা কবীরা পাপ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। আরেকটি শ্রেণীবিভাগ হল, যদি কোনও পাপকে জাহান্নামের আগুন, মহান আল্লাহর ক্রোধ বা মহান আল্লাহর অভিশাপের সাথে উল্লেখ করা হয়, তবে তা একটি কবীরা পাপ। পাপকে ছোট করা বা সেগুলিতে লেগে থাকাও সেগুলিকে বড় পাপে পরিণত করতে পারে। মানবজাতির কাছে সঠিক সংজ্ঞাটি প্রকাশ করা হয়নি যাতে তারা সমস্ত পাপ এড়াতে চেষ্টা করে কারণ এটি একটি বড় পাপ হতে পারে।

যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তাই একজন ব্যক্তির উচিত তাদের সকল কর্মকাণ্ডে তাদের নিয়ত, কথাবার্তা এবং কর্মকাণ্ড সংশোধন করা যাতে তারা উভয় জগতেই সওয়াব এবং আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭১:

"... আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে [সম্পূর্ণ] অবগত।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭২:

"তাদের হেদায়েতের দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন..."

সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, প্রথমে তাদের অমুসলিম আত্মীয়স্বজন বা অন্যান্য অমুসলিমদের যারা অভাবগ্রস্ত ছিল তাদের সাহায্য করতে দ্বিধা করতেন। তারা ভেবেছিলেন যে শুধুমাত্র মুসলিমদের সাহায্য করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সওয়াব পাওয়া যাবে। এছাড়াও, কেউ কেউ ভেবেছিলেন যে যদি তারা কেবল মুমিনদের মধ্যে দান-খয়রাত সীমাবদ্ধ রাখেন, তাহলে অমুসলিমরা ঈমান গ্রহণের প্রতি আরও আগ্রহী হবে যাতে তারাও দান-খয়রাত পেতে পারে। এই আয়াত তাদের মনোভাব সংশোধন করেছে। এই আয়াতের উদ্দেশ্য হল, মুসলমানরা মানুষের উপর প্রকৃত নির্দেশনা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী নয়। তাদের কর্মের মাধ্যমে মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তারা তাদের উপর অর্পিত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পায়। তারপর এটি মানুষের উপর নির্ভর করে যে তারা সত্য অনুসরণ করতে চায় কি না। যে কেউ সত্য অনুসরণ করে, তাকে ইসলামের শিক্ষা বুঝতে এবং তার উপর কাজ করতে সাহায্য করবে, মহান আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন ইসলামের শিক্ষা বুঝতে এবং তার উপর কাজ করতে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি সত্য প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাকে তাদের নির্বাচিত পথে চলতে দেওয়া হবে, কারণ আল্লাহ কাউকে নির্দেশনা জোর করে দেন না। অধিকন্তু, মুসলমানদের উচিত কেবল এই কারণে যে তারা সত্য নির্দেশনা অনুসরণ করছে না, দুনিয়ার কাজে মানুষকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। তারা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাবী মানুষকে

যে সাহায্যই করে, তবে আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করবেন। এটি তাফসীর ইবনে কাসির, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৩-এ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, আয়াত ২৭২:

"...আর তোমরা [ঈমানদারগণ] যে কোন সৎকর্ম ব্যয় করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই, আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, একজন ব্যক্তি কেবল তখনই নিজের প্রতি অনুগ্রহ করে যখন সে ভালো কাজ করে, কারণ মহান আল্লাহ তাদের ভালো কাজের কোন প্রয়োজন রাখেন না। উপরন্তু, একজন অভাবী ব্যক্তি দাতার সাহায্য গ্রহণ করে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যদি অভাবী ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে দাতা কীভাবে মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাবে? অতএব, একজন ব্যক্তিকে কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তার প্রতিটি ভালো কাজ তার নিজের জন্য, কারণ এটি তাকে উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭২:

"...আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ ব্যয় করবে, তা তোমাদের পুরোপুরি পরিশোধ করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

এই ক্ষতিপূরণ মানসিক প্রশান্তির পাশাপাশি অন্যান্য আশীর্বাদ এবং সুযোগের আকারে আসে, যেমন আর্থিক সুযোগ, যার লক্ষ্য হল একজন ব্যক্তির মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধি করা, যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য অব্যাহত রাখে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত।

এরপর আল্লাহ তাআলা আত্মমগ্ন থাকা এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করেন, যেখানে মানুষ কেবল নিজের এবং তাদের সমস্যা নিয়েই চিন্তিত থাকে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চারপাশের লোকেদের প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৭৩:

"[দান] সেইসব দরিদ্রদের জন্য যাদের আল্লাহর পথে আটকে রাখা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে চলাফেরা করতে অক্ষম। একজন অজ্ঞ [ব্যক্তি] তাদের সংযমের কারণে তাদেরকে স্বাবলম্বী মনে করবে, কিন্তু তুমি তাদের [চরিত্রের] লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারবে। তারা বারবার [অথবা মোটেও] মানুষের কাছে প্রার্থনা করে না..."

বেশিরভাগ অভাবী মানুষ অন্যদের কাছে সাহায্যের বিজ্ঞাপন দেয় না বা ভিক্ষা করে না। অতএব, মুসলমানদের তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে পরিচিত হতে উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা একে অপরকে তাদের সমস্যার কথা জানাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং তাদের সাহায্যের প্রয়োজন বলে ইঙ্গিত দেয়। এটিই একটি কারণ যে কারণে ইসলামী শিক্ষায় মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটি মুসলমানদের অন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এবং এই সংযোগের মাধ্যমে অন্যদের সাহায্য করতে সাহায্য করে যারা তাদের প্রয়োজন স্পষ্ট করে না। এছাড়াও, এই সংযোগগুলি একজন অভাবী

ব্যক্তিকে অন্য একজনের কাছে পরিচালিত করার সুযোগ দেয় যারা তাদের সাহায্য করার জন্য আরও ভালো অবস্থানে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চাকরি খুঁজছেন এমন একজন ব্যক্তি সম্প্রদায়ের এমন একজন সদস্যের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন যিনি একজন কর্মচারী খুঁজছেন।

এছাড়াও, এই আয়াতটি কেবল প্রয়োজনেই অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তিকে প্রথমে তার দেওয়া সমস্ত সম্পদ, যেমন তার শারীরিক শক্তি, ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে, অন্যদের সাহায্য চাওয়ার আগে। অন্যদের সাহায্য চাওয়ার ফলে মানুষ মানুষের উপর আরও বেশি নির্ভরশীল এবং মহান আল্লাহর উপর কম নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, এবং তাই এটি এড়িয়ে চলা উচিত। এছাড়াও, যে ব্যক্তি বারবার অন্যদের সাহায্য চাওয়ার চেষ্টা করে, সে তার আত্মসম্মান এবং মর্যাদাও হারাতে পারে, যা প্রায়শই অন্যান্য পাপের দিকে পরিচালিত করে।

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা পুনরায় জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি একজন ব্যক্তির নিয়ত, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং সে অনুযায়ী তাদের ক্ষতিপূরণ দেবেন। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৭৪:

"... আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ ব্যয় করো, আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন।"

অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত তাদের নিয়ত, কথা এবং কাজ সংশোধন করা এবং যথাসম্ভব ভালো কাজ করার চেষ্টা করা যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং প্রতিদান লাভ করতে পারে। যেহেতু এই ভালো কাজের মধ্যে রয়েছে একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা, তাই ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, কেউই ভালো কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না, কারণ প্রত্যেককেই কিছু পার্থিব আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন যে, একজন ব্যক্তির বিভিন্ন উপায়ে তার প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, যেমন তার সম্পদ। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৭৪:

"যারা রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন-সম্পদ [আল্লাহর পথে] ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে..."

কোন ব্যক্তির কখন তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে তা বেছে নেওয়া উচিত নয়, বরং প্রতিটি পরিস্থিতিতে এটি করা উচিত। ইসলাম একটি জীবনধারা এবং এটি প্রতিটি ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া পরিস্থিতির উপর প্রভাব ফেলবে। ইসলামকে কখনই এমন একটি পোশাকের মতো ব্যবহার করা উচিত নয় যা তার ইচ্ছা অনুসারে পরা এবং খুলে ফেলা যেতে পারে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে মহান আল্লাহকে মান্য করছে না, সে কেবল নিজের ইচ্ছার পূজা করছে। সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

অতএব, এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে এবং ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, তাদের দিন ও রাতের প্রতিটি পরিস্থিতিতে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৭৪:

"যারা রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন-সম্পদ [আল্লাহর পথে] ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো নিয়ত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা হয় এবং তাদের কথা ও কাজ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে হয়, ততক্ষণ তারা অন্যদের উৎসাহিত করার জন্য, অথবা গোপনে, তাদের নিয়তকে কলুষিত না করার জন্য সৎকর্ম করতে পারে। যেভাবেই হোক, তারা উভয় জগতেই তাদের প্রতিদান পাবে। যেমনটি আগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, এই প্রতিদানের একটি দিক হল উভয় জগতেই মানসিক শান্তির অমূল্য আশীর্বাদ অর্জন করা। যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তখন এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখবে এবং তাদের জীবনের প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে সাহায্য করবে এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করবে। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭৪:

"... তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে এখনও চাপ এবং সমস্যার সম্মুখীন হবেন, কারণ এটি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার পরীক্ষার একটি অংশ। কিন্তু তাদের মানসিক শান্তি এই অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠবে যাতে তারা উভয় জগতেই পুরষ্কার, আশীর্বাদ এবং আরও মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহই মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সহ সবকিছু জানেন, তাই তিনিই একমাত্র নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, সমাজের দ্বারা প্রদত্ত আচরণবিধি তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতার অভাব এবং তাদের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পক্ষপাতের কারণে কখনও মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না। অতএব, একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেন, জেনে রাখেন যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৭৫-২৮১

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ
فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ٢٧٥

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٢٧٨

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
٢٨٠

وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٨١

"যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াতে পারে না, যেমনটা শয়তান তাকে পাগল করে দিচ্ছে। কারণ তারা বলে, "ব্যবসা তো সুদের মতোই।" কিন্তু আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার অতীতের জিনিসপত্রের জন্য অপেক্ষা করছে এবং তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভর করছে। কিন্তু যে কেউ আবার [সুদ বা সুদ লেনদেনে] ফিরে আসবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ প্রতিটি অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না।

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

আর যদি তোমরা তা না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তাহলে তোমাদের মূলধন তোমাদের জন্য থাকবে - [এভাবে] তোমরা কোন অন্যায় করবে না এবং তোমাদের উপর কোন অন্যায় করা হবে না।]

আর যদি কেউ কষ্টে থাকে, তাহলে [ঋণ] স্বাচ্ছন্দ্যের সময় পর্যন্ত পিছিয়ে রাখা উচিত। আর যদি তোমরা [তোমার অধিকার থেকে] দান করো, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

আর্থিক সুদ বলতে ঋণগ্রহীতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বোঝায়। পবিত্র কুরআন নাজিলের সময় অনেক ধরণের সুদের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল বিক্রেতা একটি জিনিস বিক্রি করে মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন, শর্ত ছিল যে ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেবে। আরেকটি ছিল, একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন এবং শর্ত দিয়েছিলেন যে ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। সুদের লেনদেনের তৃতীয় রূপ ছিল যে ঋণগ্রহীতা এবং বিক্রেতা সম্মত হন যে ঋণগ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট হারে ঋণ পরিশোধ করবে এবং যদি তারা সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণদাতা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু একই সাথে সুদের হারও বাড়িয়ে দেবে। এখানে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞাগুলি এই ধরণের লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যারা এই বিশ্বাস করেন তারা বৈধ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা এবং আর্থিক সুদের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হন। এই বিভ্রান্তির ফলে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, যদি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা অর্থের উপর লাভ বৈধ হয়, তাহলে ঋণ থেকে অর্জিত মুনাফা কেন অবৈধ বলে গণ্য করা হবে? তারা যুক্তি দেন যে, একজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে, তারা এমন কাউকে ঋণ দেয় যে পালাক্রমে তা থেকে লাভ করে। এই পরিস্থিতিতে ঋণগ্রহীতা কেন ঋণদাতাকে লাভের একটি অংশ প্রদান করবেন না? তারা স্বীকার করতে ব্যর্থ হন যে কোনও ব্যবসায়িক উদ্যোগ ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কোনও উদ্যোগই লাভের সম্পূর্ণ গ্যারান্টি বহন করে না। অতএব, এটি ন্যায়সঙ্গত নয় যে কেবলমাত্র অর্থদাতাকেই সকল পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার অধিকারী বলে বিবেচনা করা উচিত এবং ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা উচিত। এটি ন্যায়বিচারের অংশ নয় যে যারা তাদের সম্পদ উৎসর্গ করে তাদের কোনও নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, অন্যদিকে যারা তাদের সম্পদ ঋণ দেয় তারা ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা পায়।

একটি স্বাভাবিক বৈধ লেনদেনে, একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করা জিনিস থেকে লাভবান হন। বিক্রেতা জিনিসটি তৈরিতে ব্যয় করা প্রচেষ্টা এবং সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পান। অন্যদিকে, সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনে, সুবিধার বিনিময় ন্যায্যভাবে হয় না। সুদ গ্রহণকারী পক্ষ তাদের প্রদত্ত ঋণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং এইভাবে তাদের লাভ সুরক্ষিত হয়। অন্য পক্ষ ঋণ নেওয়া তহবিল ব্যবহার করতে পারে তবে এটি সর্বদা লাভ নাও দিতে পারে। যদি এই ধরনের ব্যক্তি ঋণ নেওয়া তহবিল কোনও প্রয়োজনে ব্যয় করে তবে কোনও লাভ হবে না। তহবিল বিনিয়োগ করা হলেও, একজনের লাভ বা ক্ষতি উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব, সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন একদিকে ক্ষতি এবং অন্যদিকে লাভ বা একদিকে নিশ্চিত এবং স্থির মুনাফা এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত লাভের কারণ হয়। অতএব, বৈধ বাণিজ্য আর্থিক সুদের সমান নয়।

এছাড়াও, সুদের বোঝা ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এমনকি মূল ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য তাদের অন্য উৎস থেকে ঋণ নিতে হতে পারে। সুদের কাজের ধরণ দেখে ঋণ পরিশোধের পরেও তাদের বকেয়া অর্থ প্রায়শই থেকে যায়। এই আর্থিক চাপ মানুষকে নিজের এবং পরিবারের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেতে বাধা দিতে পারে। এই চাপ অনেক শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, এই ধরণের ব্যবস্থায় কেবল ধনীরাই ধনী হয় এবং দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।

যদিও আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করা বাহ্যিকভাবে একজন ব্যক্তিকে সম্পদ অর্জনের মতো মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষতি বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের ভালো এবং বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হারাতে পারে যা তারা আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন থেকে বিরত থাকলে অর্জন করতে পারত। মহান আল্লাহ তাদের সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করতে বাধ্য করতে পারেন যা তাদের সন্তুষ্ট করে না। উদাহরণস্বরূপ, তারা শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে যার ফলে তারা তাদের মূল্যবান অবৈধ সম্পদ ব্যয় করে এবং তাদের পছন্দসই উপায়ে তা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক ক্ষতির একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। তারা যত বেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করে তত বেশি তাদের লোভ অর্থবহ হয়ে ওঠে, পার্থিব জিনিসের প্রতি তাদের লোভ কখনই সন্তুষ্ট হয় না যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের দরিদ্র করে তোলে। এই লোকেরা দিনভর এক পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য সমস্যায় পতিত হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা বৈধ ব্যবসা এবং সম্পদের সাথে যে অনুগ্রহ রয়েছে তা হারিয়ে ফেলবে। এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং অন্যান্য উপায়ে আরও অবৈধ সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। পরকালে ক্ষতি আরও স্পষ্ট। কিয়ামতের দিন তারা খালি হাতে থাকবে কারণ হারাম কাজের সাথে জড়িত কোন সৎকর্ম, যেমন হারাম সম্পদ দিয়ে দান, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তির শেষ পরিণতি কোথায় হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি সমাজে একটি উপকারী ভূমিকা পালন করে যেখানে দ্বিতীয়টি সমাজকে অধঃপতনের দিকে পরিচালিত করে। স্বভাবতই সুদ লোভ, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা এবং অন্যদের প্রতি নিষ্ঠুরতা জন্মায়। এটি সম্পদের উপাসনার দিকে

পরিচালিত করে এবং অন্যদের সাথে করুণা এবং ঐক্য নষ্ট করে। এভাবে এটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজকে ধ্বংস করতে পারে।

অন্যদিকে, দানশীলতা হলো উদারতা এবং করুণার ফল। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সদিচ্ছার কারণে সমাজ ইতিবাচকভাবে বিকশিত হবে যা সকলের জন্য উপকারী হবে। এটা স্পষ্ট যে যদি এমন একটি সমাজ থাকে যেখানে ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে স্বার্থপর আচরণ করে, যেখানে ধনীদের স্বার্থ সরাসরি সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীত হয়, তাহলে সেই সমাজ স্থিতিশীল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই ধরনের সমাজে, প্রেম এবং করুণার পরিবর্তে, পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং তিক্ততা বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে, যখন মানুষ তাদের নিজস্ব চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করে এবং তারপর তাদের উদ্‌বৃত্ত সম্পদ দাতব্য উপায়ে ব্যয় করে অথবা পারস্পরিক বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নেয়, তখন সেই সমাজের ব্যবসা, শিল্প এবং কৃষির উন্নতি হবে। সমাজের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন সেই সমাজের তুলনায় অনেক বেশি হবে যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আর্থিক স্বার্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭৫:

"যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াতে পারে না, যেমনটা শয়তান তাকে পাগল করে দিচ্ছে..."

এটি সতর্ক করে যে, আর্থিক স্বার্থের মতো অবৈধ সম্পদ অর্জনের উপায় ব্যবহার করা কেবল একজনকে লোভী এবং স্বার্থপর মানসিকতা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে যেখানে তারা কেবল আরও সম্পদ অর্জনের চিন্তা করে, তা সত্ত্বেও এর নেতিবাচক প্রভাব তাদের এবং অন্যদের উপর পড়ুক না কেন। এই লোকেরা আর্থিক স্বার্থ গ্রহণ করে, ঠিক যেমন একজন লোভী ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার গ্রহণ করে। তারা যেকোনো উপায়ে আরও সম্পদ অর্জনের জন্য এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ে যে স্বাভাবিক মানদণ্ডে তারা পাগল বলে মনে হয়। এই মানসিকতা গ্রহণকারী মুসলমানরা নিঃসন্দেহে তাদের ঈমান ধ্বংস করবে কারণ তারা এর বিপরীত কাজ করবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী , ২৩৭৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সম্পদ এবং নেতৃত্বের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা এবং আকাঙ্ক্ষা একজন মুসলিমের ঈমানের জন্য ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই পাগলাটে মনোভাব একজন ব্যক্তিকে মানসিক শান্তি অর্জন থেকে বিরত রাখবে, এমনকি যদি তারা প্রচুর সম্পদ অর্জন করে। কারণ তাদের মনোভাব তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, ফলস্বরূপ তারা একটি সুষম মানসিক ও শারীরিক অবস্থা পাবে না এবং নিঃসন্দেহে তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল পথে চালিত করবে। আরও সম্পদ অর্জনের ক্রমাগত চিন্তা এবং তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা হারানোর ক্রমাগত ভয় তাদের উভয় জগতেই কেবল চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলা বাড়িয়ে তুলবে। অতিরিক্ত দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করা এবং ঘুম এবং বিশ্রামের অভাব পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলবে। তাই তারা যতই সম্পদ এবং অন্যান্য পার্থিব জিনিসপত্র অর্জন করুক না কেন, তারা কখনও মানসিক শান্তি পাবে না। যারা সম্পদ অর্জনের তীব্র লোভ গ্রহণ করেছে তাদের দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব, একজন মুসলিমকে তাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য আর্থিক স্বার্থের মতো সকল ধরণের অবৈধ সম্পদ এড়িয়ে চলতে হবে।

এছাড়াও, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেমন একজন ব্যক্তির নিয়ত ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি, তেমনি হালাল জিনিস উপার্জন এবং ব্যবহার ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি। যদি কারো ভিত্তি কলুষিত হয়, তাহলে তারা যা কিছু করে তা কলুষিত হবে এবং মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যাখ্যাত হবে, যেমন দান করা। কারো ঈমানের ভিত্তিকে কলুষিত করা পাপ করার চেয়েও অনেক খারাপ যা তার ঈমানের অন্যান্য অংশকে প্রভাবিত করে এবং তাই যেকোনো মূল্যে তা এড়িয়ে চলতে হবে।

এরপর মহান আল্লাহ মুসলিমদের সতর্ক করে বলেন যে, তারা যেন কোন অজুহাত না দেখায় কারণ তারা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ব্যবসা এবং আর্থিক স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য করার বিষয়টি আগে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এমনকি যদি একজন মুসলিম ইসলামের কিছু নিষেধাজ্ঞা বা আদেশের পিছনের জ্ঞান বুঝতে না পারে, তবুও তাদের কর্তব্য হল সেগুলি গ্রহণ করা এবং সেগুলি মেনে নেওয়া কারণ কোন আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা উচিত তা বেছে নেওয়ার অধিকার একজন মুসলিমের নেই। তাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে যদি কিছু বৈধ হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য এবং ভারসাম্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করা তাদের জন্য ভালো। এবং যখন কিছু অবৈধ হয়, তখন তা নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ক্ষতিকর, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় ৭ আল আ'রাফ, আয়াত ১৫৭:

"যারা সেই রসূলের অনুসরণ করে, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর কথা তারা তাদের কাছে তওরাত ও ইঞ্জিলের কিতাবে লেখা আছে, যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য সৎকাজ হালাল করেন, অসৎকাজ

থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের উপর থেকে বোঝা দূর করেন।" এবং তাদের উপর থাকা শেকলগুলো..."

এবং সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৭৫:

"...এটা এজন্য যে তারা বলে, "ব্যবসাও সুদের মতোই।" অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন..."

উপরন্তু, এই আয়াতটি এমন প্রতারণামূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক করে যেখানে কেউ কেবল তর্কের মাধ্যমে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্য রাখে, সত্য আবিষ্কার করে এবং তার উপর কাজ করে না। বিষয়টি হলো আর্থিক স্বার্থ, ব্যবসা নয়, তবুও মানুষ দুটির তুলনা করার সময় ব্যবসাকে প্রথমে রাখে যাতে এটি প্রদর্শিত হয় যে আর্থিক স্বার্থ নিষিদ্ধ করা ব্যবসা নিষিদ্ধ করার মতোই অযৌক্তিক। যারা কেবল তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায় তারা এমন মানসিকতা গ্রহণ করে যেখানে তারা চরম উদাহরণের মাধ্যমে সত্যকে বোকামি করে দেখানোর চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি যিনি দান করতে চান না তাকে অন্য কেউ তা করতে উৎসাহিত করে, তাহলে তারা দাবি করবে যে তাদের সমস্ত সম্পদ দান করে গৃহহীন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে উপদেশটিকে প্রসঙ্গের বাইরে নিয়ে যায় যাতে এটি অযৌক্তিক শোনায়। অথবা যখন মানুষকে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন এবং তার উপর কাজ করতে উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা আল্লাহ, পরাক্রমশালী এবং মানুষের প্রতি তাদের চরিত্র উন্নত করে, তখন তারা দাবি করবে যে তারা নিখুঁত হতে পারে না, যেমনটি উপদেশদাতা দাবি করেন। যদিও উপদেষ্টা পরিপূর্ণতা দাবি করেননি তবুও ব্যক্তি উপদেশটিকে প্রসঙ্গের বাইরে এবং চরম পর্যায়ে নিয়ে যায় যাতে এটি অযৌক্তিক শোনায়, কারণ তারা উপদেশ

অনুসারে কাজ করতে চান না। এই মনোভাব পরিহার করতে হবে কারণ পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক নির্দেশনা তখনই পাওয়া যাবে যখন কেউ সত্য গ্রহণ করবে এবং তার উপর কাজ করবে। সঠিক নির্দেশনা ছাড়া কেউ জীবনে সঠিক ও ভুল পথের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। তারা ক্রমাগত ভুল পছন্দ করবে যা তাদের উভয় জগতেই আরও চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলার কারণ হবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭৫:

"... যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার অতীতের ফলাফল হবে, এবং তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, নিঃসন্দেহে তাওবা বলতে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার উপর অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া বোঝায়, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। উপরন্তু , এই আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে যেহেতু আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তাই প্রতিটি মুসলমানের উপর ইসলামের আদেশ ও নিষেধ শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা কর্তব্য, কারণ অজ্ঞতা দাবি করা বা অন্য কোনও অজুহাত আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। ঠিক যেমন একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত চালক রাস্তার নিয়ম শিখতে বাধ্য, তেমনি একজন মুসলমানও ইসলামের নিয়ম শিখতে এবং মেনে চলতে বাধ্য, সে তা বুঝতে পারুক বা না বুঝুক।

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা আর্থিক সুদের লেনদেনের মতো বড় বড় পাপের উপর লেগে থাকার ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেন। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৭৫:

"... অতএব যার কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার অতীতের জিনিসপত্র আছে এবং তার ব্যাপার আল্লাহর কাছে। কিন্তু যারা আবার [সুদ বা সুদের লেনদেনে] ফিরে আসবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

একজন মুসলিম চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না, এমনকি যদি তারা তাদের পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করে। অতএব, এই আয়াত মুসলমানদের সতর্ক করে যে তারা বড় পাপের উপর আস্থা রাখা এড়াতে পারে, অন্যথায় তারা তাদের ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। কারণ ঈমান একটি গাছের মতো যাকে ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে এবং পাপ থেকে রক্ষা করতে হবে। ঠিক যেমন একটি গাছ যা পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয় বা ক্ষতিকারক জিনিস থেকে রক্ষা পায় না, সে মারা যাবে, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যদি তা ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট না হয় বা পাপ থেকে রক্ষা না পায়। এই সতর্কীকরণ পরবর্তী আয়াতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭৬:

" আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ প্রতিটি পাপী কাফেরকে পছন্দ করেন না।"

আল্লাহ, মহিমান্বিত, দানশীলতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক স্বার্থ ধ্বংস করার বিষয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু সংক্ষেপে বলতে গেলে, যেহেতু একমাত্র আল্লাহ, মহিমান্বিত, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনি নিশ্চিত করবেন যে যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে দান করে, সে উভয় জগতেই আশীর্বাদ এবং রহমত বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে, যারা অবৈধ জিনিসের সাথে লেনদেন করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের জীবনের প্রতিটি পার্থিব জিনিস এবং ব্যক্তি তাদের জন্য চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলার উৎস হয়ে উঠবে। এমনকি যদি এই ব্যক্তির সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তবে তাদের মানসিক সুস্থতা ধ্বংস হয়ে যাবে, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয় এবং এমনকি তারা মজার মুহূর্তগুলিও উপভোগ করে। যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাদের দেখলে এটি বেশ স্পষ্ট। অধ্যায় ৯, তওবার ৮২ নম্বর আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন

তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা উচিত, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে এটি দান করেছেন, তাঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ লক্ষ্য করে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭৫:

"... অতএব যার কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার অতীতের জিনিসপত্র আছে এবং তার ব্যাপার আল্লাহর কাছে। কিন্তু যারা আবার [সুদ বা সুদের লেনদেনে] ফিরে আসবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

এই আয়াতটি আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে পার্থক্য করে। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার অর্থ হলো উভয় জগতে তাঁর রহমত ও ক্ষমার আশা করে আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখা। ইসলামে এই মনোভাবের কোন মূল্য নেই। অন্যদিকে, প্রকৃত আশা হলো আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং নিজের আচরণ সংশোধন করা এবং তারপর উভয় জগতে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পার্থক্যটি আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এই পার্থক্যটি উপলব্ধি করা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রতি প্রকৃত আশা গ্রহণ করবে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করার জন্য উৎসাহিত করেন, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৭৭:

" *নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।*"

ঈমানের মৌখিক ঘোষণা বাস্তবায়িত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সৎকর্মই হলো উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ এবং মুদ্রা। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৭৫:

" *যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে...*"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, ঈমান হলো একটি গাছের মতো যাকে ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে, অন্যথায় এটি মারা যেতে পারে, ঠিক যেমন একটি গাছ যা সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পায় না, সে মারা যাবে। অতএব, ইসলামে বিশ্বাস দাবি করার ভুল মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কিন্তু বাস্তবে তা পালন না করে। একজন মুসলিমের সংজ্ঞা হলো সেই ব্যক্তি যিনি কার্যত মহান

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তাই এই সংজ্ঞাটি অবশ্যই পূরণ করতে হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ব্যবহারিক আত্মসমর্পণের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এরপর এই সাধারণ আত্মসমর্পণের কথা নির্দিষ্ট উদাহরণ সহ উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭৭:

"... এবং নামায কায়েম করো..."

ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে রয়েছে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ শর্তাবলী এবং আদব-কায়দা পালন করা, যেমন সময়মতো আদায় করা। পবিত্র কুরআনে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কারণ এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রমাণ। উপরন্তু, যেহেতু প্রতিদিনের নামাজগুলি বিস্তৃত, তাই এগুলি বিচার দিনের ধ্রুবক স্মারক এবং এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে, কারণ ফরজ নামাজের প্রতিটি স্তর বিচার দিনের সাথে সম্পর্কিত। যখন কেউ সঠিক পথে দাঁড়ায়, তখন বিচারের দিন সে এভাবেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ৪-৬:

"তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

যখন তারা রুকু করে, তখন এটি তাদের সেই অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহর কাছে রুকু না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচিত হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনার মধ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাজে সিজদা করে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিচারের দিনে মানুষকে মহান আল্লাহর কাছে সিজদা করার জন্য কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করার জন্য সঠিকভাবে সিজদা করেনি, তারা বিচারের দিনে এটি করতে সক্ষম হবে না। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিয়ামতের দিন তারা কীভাবে তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভয়ে আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ পড়বে, সে তার নামাজ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে তারা নামাজের মাঝখানে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭৭:

"... এবং যাকাত দাও..."

ফরজ দান হলো একজন ব্যক্তির মোট আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং শুধুমাত্র তখনই তা দেওয়া হয় যখন তার কাছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকে। ফরজ দান করার একটি লক্ষ্য হল এটি একজন মুসলিমকে মনে করিয়ে দেয় যে তাদের কাছে থাকা সম্পদ তাদের নিজস্ব নয়, অন্যথায় তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যয় করতে স্বাধীন থাকবে। সম্পদ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন, তাই তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি দানই কেবল একটি ঋণ যা তার প্রকৃত মালিক, মহান আল্লাহ তাআলার কাছে পরিশোধ করতে হবে। এটি তখনই অর্জন করা হয় যখন কেউ তাদের প্রদত্ত দানগুলিকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে এমন আচরণ করে যেন তাদের প্রদত্ত দান, যেমন তাদের সম্পদ, তাদেরই এবং তাই ফরজ দান করা থেকে বিরত থাকে, সে শাস্তির সম্মুখীন হবে, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি পার্থিব ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারীতে ১৪০৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাদের ফরজ দান করে না, সে একটি বৃহৎ বিষাক্ত সাপের মুখোমুখি হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত কামড়াতে থাকবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮০:

"আর যারা [লোভের বশে] আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দিয়েছেন তা দান করে না, তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য ভালো। বরং এটি তাদের জন্য আরও খারাপ। কিয়ামতের দিন তাদের ঘাড়ে তারা যা দান করেছে তা দিয়ে তাদের গলা বেষ্টিত করা হবে..."

এই পৃথিবীতে, যে সম্পদের উপর তারা ফরজ সদকা করতে ব্যর্থ হয়, তা তাদের মানসিক চাপ ও দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের উপর তাঁর অধিকার রয়েছে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

যারা শারীরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করে, তারা উভয় জগতেই সওয়াব পাবে, যতক্ষণ না তারা একটি ভালো নিয়ত গ্রহণ করে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৭৭:

" নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে..."

ভালো নিয়ত হলো যখন কেউ আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। যে ব্যক্তি অন্য কোন কারণে কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোন প্রতিদান পাবে

না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ভালো নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হলো যে, একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা আশা করে না।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা পাবে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকার সময় তারা প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে তাদের জীবনের মধ্যে রাখবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সহ সকল কিছুর জ্ঞান রাখেন, তাই তিনিই একমাত্র নিখুঁত আচরণবিধির পরামর্শ দিতে পারেন যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, একজনকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয়, ঠিক যেমন একজন জ্ঞানী রোগী তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করে জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭৭:

"... তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে কেউ এই পৃথিবীতে চাপের সম্মুখীন হবে না, কারণ এটি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার পরীক্ষার অংশ। বরং, এর অর্থ হল তাদের প্রতিটি সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য শক্তি এবং নির্দেশনা প্রদান

করা হবে যাতে তারা উভয় জগতে অগণিত পুরস্কার এবং মানসিক শান্তি অর্জনের সাথে সাথে সেগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে। সূরা আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যারা ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে তারা দেখতে পাবে যে তারা যে কোনও চাপপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় এবং তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ, সময়ের সাথে সাথে তারা মানসিক শান্তি থেকে দূরে সরে যাবে এবং তাই তারা মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং মানসিক ব্যাধি, যেমন হতাশা, মাদকাসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতায় পূর্ণ জীবনযাপন করবে, এমনকি যদি তারা মজার মুহূর্তগুলিও উপভোগ করে। অধ্যায় 9 আত তওবা, আয়াত 82:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

পূর্ববর্তী একটি আয়াতে, মহান আল্লাহ আর্থিক সুদের লেনদেনের মতো বড় বড় পাপের উপর লেগে থাকাকে কুফরের সাথে যুক্ত করেছেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৭৫:

"... কিন্তু আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতএব যার কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার অতীতের জিনিসপত্র আছে এবং তার ব্যাপার আল্লাহর হাতে। কিন্তু যে কেউ আবার [সুদ বা সুদের লেনদেনে] ফিরে আসবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

তারপর মহান আল্লাহ কবীরা পাপ থেকে বিরত থাকাকে ঈমানের সাথে সংযুক্ত করেছেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৭৮:

" হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা ত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও।"

পবিত্র কুরআনে যখন মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানান, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির মূল্য খুব কম। কর্ম হলো সেই প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজন ব্যক্তির উভয় জগতেই পুরষ্কার এবং রহমত লাভের জন্য অর্জন করতে হয়। যেমন একটি ফলবান গাছ্ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সৎকর্ম করে। এই ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তির ঈমানের প্রমাণ হল আর্থিক স্বার্থের মতো বড় পাপে লেগে থাকা এড়িয়ে চলা। অতএব, বড় পাপে লেগে থাকা প্রকৃত বিশ্বাসের পরিপন্থী। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এই ব্যক্তির ভয় থাকা উচিত যে তারা তাদের ঈমান ছাড়াই মারা যেতে পারে, যা তাদের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে। ঠিক যেমন একটি গাছ্ ক্ষতিকারক জিনিস থেকে রক্ষা না পেলে মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যদি তারা এটিকে চিরস্থায়ী পাপ থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

এরপর মহান আল্লাহ সকলকে, বিশেষ করে মুসলিমদের, আর্থিক সুদের লেনদেন অব্যাহত রাখার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৭৯:

" আর যদি তোমরা তা না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দাও..."

যার দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা রয়েছে, সে সফল হতে পারে না এবং মনের শান্তিও পেতে পারে না, তা সে যতই পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ, লাভ করুক না কেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা সকল জিনিস নিয়ন্ত্রণ করেন, যেমন মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন যে কে মনের শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের দেখলে এবং তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করার পরেও কীভাবে দুঃখজনক জীবনযাপন করে তা দেখলে এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপরন্তু, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর যুদ্ধের অর্থ হতে পারে বিচারের দিনে একজন মুসলিমের পক্ষে সুপারিশ করার পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা। এই সাক্ষ্যের ফলাফল কী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৮৯:

"আর [স্মরণ করো] যেদিন আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে [অর্থাৎ তাদের নবী] একজন সাক্ষী পুনরুত্থিত করব। এবং আমরা তোমাকে, [অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ, তাঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক], এদের [অর্থাৎ, আপনার জাতির] উপর সাক্ষী হিসেবে আনব..."

স্বাভাবিকভাবেই, মানুষের জন্য তওবার দরজা সর্বদা খোলা থাকে, যতক্ষণ না তারা তাদের সময় শেষ হওয়ার আগে এটিকে কাজে লাগায়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭৯:

"...কিন্তু যদি তুমি তওবা করো, তাহলে তোমার মূলধন তোমার কাছে থাকতে পারে - [এভাবে] তুমি কোন অন্যায় করো না এবং তোমার উপর কোন অন্যায় করা হবে না।"

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১৭-১৮:

“আল্লাহর কাছে কেবল তাদের জন্যই তওবা কবুল হয় যারা অজ্ঞতাবশত [অর্থাৎ অসাবধানতাবশত] পাপ করে এবং অচিরেই তওবা করে। আল্লাহ যাদের প্রতি ক্ষমাশীল হন, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। কিন্তু তাদের তওবা [কবুল হয় না] যারা মন্দ কাজ করতে থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, "আমি এখন তওবা করেছি", অথবা তাদেরও তওবা [কবুল হয় না] যারা কাফের অবস্থায় মারা যায়। তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।”

আন্তরিক তওবার মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

যেহেতু আর্থিক সুদের সাথে জড়িত বেশিরভাগ লেনদেন ঋণের সাথে সম্পর্কিত, তাই মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে যেসব ঋণে আর্থিক সুদের সাথে জড়িত

নয় সেগুলি বৈধ এবং প্রতিদানের দিকে পরিচালিত করে, বিশেষ করে যখন নমনীয়তা দেখানো হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮০:

" আর যদি কেউ কষ্টে থাকে, তাহলে তাকে স্বস্তির সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখা উচিত..."

যখন অন্যরা আর্থিক সংকটে পড়ে, তখন একজন মুসলিমের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করার চেষ্টা করা, কারণ এর ফলে উভয় জগতে মহান আল্লাহর নিরন্তর সাহায্য লাভ করা সম্ভব। সুনান আবু দাউদের ৪৮৯৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় নমনীয়তা এবং ভালো আচরণ প্রদর্শন করলে ব্যবসায়িক সুনাম বৃদ্ধি পাবে, যা তাদের ব্যবসায়কে সাহায্য করবে। তাই ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নমনীয়তা অবলম্বন করলে পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই লাভবান হবেন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নমনীয়তা অবলম্বন করলে একজন মুসলিম বুঝতে পারবেন যে তাদের ব্যবসা জীবনের প্রথম অগ্রাধিকার নয়। এটি লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়, যার লক্ষ্য হল এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি অর্জন করা এবং পরকালের জন্য বাস্তবিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ব্যবসায়িক বিষয়ে নমনীয়তা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়, সে আরও লোভী হয়ে ওঠে। এবং লোভ সর্বদা একজন ব্যক্তির মনোযোগ বস্তুগত জগৎ উপার্জন এবং জমা করার দিকে নিবদ্ধ করে। এটি তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং জীবনের প্রথম অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে। এটি তখন তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বাধা দেয়, যা তাদের এই পৃথিবীতে বা

পরকালে মানসিক শান্তি অর্জন থেকে বাধা দেয়। যে ব্যক্তি এটি বোঝে এবং তাই বস্তুগত জগতের সঞ্চয়ের চেয়ে উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনকে অগ্রাধিকার দেয়, সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঋণ মওকুফ করে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে উৎসাহিত হবে। যে ব্যক্তি এটি করবে, আল্লাহ তাকে উভয় জগতেই মুক্তি দেবেন। সুনান ইবনে মাজাহ, ২২৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারাহ, আয়াত ২৮০:

"আর যদি কেউ কষ্টে থাকে, তাহলে তাকে স্বস্তির সময় পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি তোমরা তোমাদের অধিকার থেকে দান করো, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি মানুষের কাছ থেকে সর্বদা পূর্ণ অধিকার দাবি করা থেকে বিরত থাকার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। যদিও একজন ব্যক্তির অন্য কারো কাছ থেকে তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে পূরণের দাবি করার অধিকার রয়েছে, তবুও, সর্বদা নম্রতা পছন্দ করা হয়, কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার অধিকার ত্যাগ করে, সে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ কর্তৃক আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে। এবং এই প্রতিদান সেই ব্যক্তির অন্যদের কাছ থেকে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করার চেয়ে উত্তম হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার তাদের সন্তানদের কাছ থেকে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করা উচিত নয় এবং যখনই সম্ভব নম্রতা দেখানো উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার অধিকার আছে যে তারা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে তাদের জন্য রাতের খাবার তৈরি করার দাবি জানাতে পারে, কিন্তু যদি তারা নিজে তা করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের উচিত তাদের সন্তানকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া। এটি মানুষের কাছ থেকে স্বাধীনতা এবং অন্যদের প্রতি তাদের প্রাপ্য অধিকারের প্রতি নম্রতা দেখানোর জন্য একটি মহান পুরষ্কারের দিকে পরিচালিত করে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮০:

"... তাহলে তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"

এটি মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা শিখতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে উৎসাহিত করে যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতির সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করতে পারে। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি বিনিয়োগ থেকে সর্বাধিক মুনাফা কামনা করে, তেমনি একজন মুসলিমেরও প্রতিটি পরিস্থিতির সর্বোত্তম ফলাফল এবং পুরষ্কার কামনা করা উচিত। এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন একজনের কাছে ইসলামী জ্ঞান থাকে যা তাকে শেখায় যে কীভাবে আচরণ করতে হয় যাতে তারা সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে, ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা কেবল এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবে যা উভয় জগতেই সর্বোত্তম ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে না।

এরপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেন যে, আলোচ্য মূল আয়াতগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবে কেবল সেই ব্যক্তি যে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার ভয় করে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৮১:

"আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

অতএব, আর্থিক স্বার্থ এড়িয়ে চলার মতো ইসলামের শিক্ষা কতটা মেনে চলে, তা পর্যবেক্ষণ করে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি তারা কতটা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে তা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। একজন ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে উভয় জগতেই প্রত্যেকেই তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করে। এই পৃথিবীতে, এই পরিণতিগুলি প্রায়শই সূক্ষ্ম এবং ফলস্বরূপ অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি তাদের অবাধ্যতাকে তাদের মুখোমুখি হওয়া চাপ এবং অসুবিধার সাথে সংযুক্ত করে না। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহকে অমান্য করে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করে, যেমন সম্পদ, তাদের জন্য চাপ, দুর্দশা এবং ঝামেলার উৎস হয়ে উঠবে, যদিও তারা আশা করেছিল যে এই পার্থিব জিনিসগুলি তাদের জন্য সান্ত্বনার উৎস হয়ে উঠবে। তাদের অজ্ঞতার কারণে, তারা তাদের জীবনের কয়েকটি ভালো জিনিস, যেমন তাদের স্ত্রী, তাদের মানসিক ব্যাধিগুলির জন্য দায়ী করবে, যেমন বিষণ্নতা। যখন তারা তাদের জীবন থেকে এই কয়েকটি জিনিস কেটে ফেলবে, তখন তাদের মানসিক ব্যাধিগুলি আরও খারাপ হবে এবং এমনকি তাদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্যদিকে, পরকালে কারও কর্মের পরিণতি খুব স্পষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু ততক্ষণে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করার জন্য অনেক দেরি হয়ে যাবে। অতএব, বিচার দিবস সম্পর্কে আলোচনা করা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণগুলি অধ্যয়ন এবং সেগুলি অনুসরণ করা উচিত, যাতে তারা এতে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে। এর প্রতি বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, তত বেশি তারা এর জন্য বাস্তবিকভাবে প্রস্তুতি নেবে। এই প্রস্তুতির মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮১:

"আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

একজন ব্যক্তি যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, বিচারের দিন তাকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়ার উপদেশ দেওয়া হবে, সেই অবস্থায়। সহীহ মুসলিমের ৭২৩২ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থেকে মৃত্যুবরণ করবে, তাকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং আনুগত্যের অবস্থায় আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রদত্ত নিয়ামতগুলোর অপব্যবহার করে তার অবাধ্যতা করেছে, তাকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং অবাধ্যতার অবস্থায় আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে একজন ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাকে প্রদত্ত নিয়ামতগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। কেউ যেন নিজেকে এই ভেবে বোকা বানাতে না পারে যে, তারা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে তার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখতে পারে, কিন্তু আনুগত্যের অবস্থায় মারা যেতে পারে এবং আনুগত্যের অবস্থায় পুনরুত্থিত হতে পারে। এটা কেবল ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা, যার ইসলামে কোন মূল্য নেই।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮১:

"আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

উপরন্তু, আলোচ্য মূল আয়াতগুলি যেহেতু সম্পদ অর্জন সম্পর্কে ছিল, তাই ২৮১ নম্বর আয়াতটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের সৎকর্ম উপার্জন এবং পাপ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে আরও বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত, কারণ এটি সংজ্ঞায়িত করে যে কেউ উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করবে কিনা। তাদের বিশ্বাস বা পটভূমি নির্বিশেষে প্রত্যেকেই মানসিক শান্তি পেতে চায়, এমনকি তারা বিভিন্ন স্থানে এটি অনুসন্ধান করলেও। মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে উভয় জগতে মানসিক শান্তি অনেক পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ, অর্জনের সাথে সম্পর্কিত নয়, এটি কেবল ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করছে কিনা তার সাথে সম্পর্কিত। অতএব, সম্পদ বা অন্যান্য পার্থিব জিনিস উপার্জনের চেয়ে উভয় জগতে, সৎকর্মের মাধ্যমে মানসিক শান্তি অর্জনের বিষয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত। যেমনটি আগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যেহেতু একমাত্র আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, সবকিছু জানেন, তাই তিনিই একমাত্র নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। মানুষ যত জ্ঞানই অর্জন করুক না কেন, সম্পূর্ণ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে তারা কখনই এটি অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮১:

"আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

বিচার দিবসে যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম অন্যদের উপর অন্যায় করে, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা উভয় জগতেই আল্লাহর অধিকার পূরণের জন্য, যেমন ফরজ নামাজ আদায় করার জন্য প্রচেষ্টা করে, মুক্তি পাবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে বিচার দিবসে অন্যায়কারীকে তাদের নেক আমলগুলি তাদের শিকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যায়কারী তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে বিচার দিবসে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮১:

"আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

অনেক পণ্ডিতের মতে, এটিই নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ শেষ আয়াত। এটি তাফসীরে ইবনে কাসির, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলমানদের এই আয়াতের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ সর্বশেষ বাণী। তিনি মানবজাতিকে বিচার দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার এবং তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তিনি যা বলতে পারতেন তার চেয়ে বেশি কিছু বেছে নিয়েছিলেন। কারণ কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এই পৃথিবীতে জীবনের মূল উদ্দেশ্য। ঠিক যেমন একজন কর্ম ভিসাধারী ব্যক্তি কেবল নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব সম্পদ অর্জনের জন্য অন্য দেশে ভ্রমণ করেন, তেমনি প্রতিটি ব্যক্তি এই পৃথিবীতে কর্ম ভিসায় আছেন। তাদের লক্ষ্য হল বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য যতটা সম্ভব সৎকর্ম সংগ্রহ করা। এই সৎকর্মগুলি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তাঁর উপর শান্তি ও শান্তি বর্ষিত হোক। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অতিরিক্ত রহমত হল যে যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে বিচার দিবসের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে এবং এই পৃথিবীতেও তাকে মানসিক শান্তি দেওয়া হবে। অতএব, কেউ যদি বিচার দিবসের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নেয়, তাহলে এই পৃথিবীতে তাদের মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে, এই ভয় করা উচিত নয়। বরং, তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তিতে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে। এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি, যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু কর্ম ভিসায় থাকা কর্মচারীকে যেমন অন্য দেশে কাজ করার উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য কঠোরভাবে সমালোচনা করা হবে, অর্থাৎ যতটা সম্ভব সম্পদ অর্জন করে নিজের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য, তেমনি যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে সৎকর্ম সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হয়, তাকেও কঠোরভাবে সমালোচনা করা হবে। কিন্তু এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থতার তীব্রতার উপর নির্ভর করে, তাদের সমালোচনার মধ্যে জাহান্নামের শাস্তি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

উপরন্তু, যে আবিষ্কার সৃষ্টির মূল কাজটি সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তাকে যেমন ব্যর্থতা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, তেমনি যে ব্যক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, তাকেও ব্যর্থতা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। যেভাবে ব্যর্থ আবিষ্কারটি বাতিল করা হয়, সেইভাবে যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তাকেও বাতিল করা হয়। যেহেতু বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে কেবল একটি স্থানেই ফেলে দেওয়া হবে, তাই মানুষকে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে এই পরিণতি এড়াতে চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮১:

"আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৮২-২৮৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ
كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ
ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ
وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ
ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ
قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

“হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিখে রাখো। আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে

লিখে। কোন লেখক যেন আল্লাহ যা শিখিয়েছেন তা লিখতে অস্বীকৃতি না জানায়। অতএব সে যেন লিখে এবং যার উপর ঋণ আছে সে যেন লেখা লিখে। আর সে যেন তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে এবং তার কোন কিছু বাদ না দেয়। কিন্তু যার উপর ঋণ আছে সে যদি জ্ঞানহীন হয়, অথবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখা লিখতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লেখা লিখে। আর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষীকে সাক্ষী হিসেবে আন। আর যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তাহলে একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করো, যাতে তাদের একজন ভুল করলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। আর যখন সাক্ষীদের ডাকা হয় তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। আর [নির্দিষ্ট] মেয়াদের জন্য লেখা লিখতে [অতিরিক্ত] ক্লান্তি বোধ করো না, ছোট হোক বা বড়। আল্লাহর কাছে এটিই ন্যায়সঙ্গত এবং প্রমাণ হিসেবে শক্তিশালী এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ দূর করার জন্য অধিকতর সম্ভাবনাময়, তবে যখন তা তোমাদের মধ্যে তাৎক্ষণিক লেনদেনের বিষয় হবে। কারণ, যদি তোমরা তা না লেখো, তবে তোমাদের উপর কোন দোষ নেই। আর চুক্তি সম্পাদনের সময় সাক্ষী রাখো। কোন লেখক বা সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। কারণ যদি তোমরা তা করো, তবে তা তোমাদের মধ্যে [গুরুতর] অবাধ্যতা। আর আল্লাহকে ভয় করো। আর আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন।

আর যদি তোমরা ভ্রমণে থাকো এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে জামানত গ্রহণ করা উচিত। আর যদি তোমাদের কেউ অন্যের উপর আস্থা রাখে, তাহলে যার উপর আমানত রাখা হয়েছে সে যেন তার আমানত আদায় করে এবং তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে। আর সাক্ষ্য গোপন করো না, কারণ যে ব্যক্তি তা গোপন করে, তার অন্তর অবশ্যই পাপী, আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।"

পবিত্র কুরআনে যখন মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হলো সেই প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজন ব্যক্তির অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতেই পুরষ্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। যেমন একটি ফলবান বৃক্ষ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সৎকর্ম করে। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে ন্যায়সঙ্গত ও সৎভাবে বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮২:

" হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিখে রাখো। এবং তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেন..."

প্রথমত, এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি যা একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে। ইসলাম কেবল কয়েকটি ধর্মীয় রীতিনীতি নয় যা একজন ব্যক্তির দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। দুঃখের বিষয় হল, এই সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে, অনেক মুসলিম যারা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের মতো ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করেন, তারা তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে, যেমন তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনে, ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়ন করা এড়িয়ে যান। ইসলাম এমন একটি পোশাক নয় যা কারও ইচ্ছা এবং পরিস্থিতি অনুসারে পরা এবং খুলে ফেলা যায়। ইসলাম এমন একটি জীবনধারা যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে এবং তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে বাস্তবায়ন করতে হবে। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করতে ব্যর্থ হয় সে কেবল তার ইচ্ছার আনুগত্য এবং উপাসনা করছে, এমনকি যদি সে দাবি করে যে সে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করছে। সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮২:

" হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিখে রাখো। আর একজন লেখক যেন তোমাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে। কোন লেখক যেন আল্লাহ যা শিখিয়েছেন তা লিখতে অস্বীকার না করে..."

এটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, ধর্মীয় বা পার্থিব সকল জ্ঞানই মহান আল্লাহ তাআলা কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত, তা বোঝার গুরুত্ব কতখানি। সূরা ৯৬ আল-আলাক, আয়াত ৩-৫:

"পড়ো, আর তোমার প্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"

অতএব, একজন মুসলমানের এমন চরম মানসিকতা গ্রহণ করা উচিত নয় যেখানে তারা ধর্মীয় জ্ঞান ত্যাগ করে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পার্থিব জ্ঞান অর্জনের জন্য উৎসর্গ করে, অথবা পার্থিব জ্ঞান ত্যাগ করে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গ করা উচিত নয়। একজন মুসলমানের পরিবর্তে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত যেখানে তারা সারা জীবন ধর্মীয় জ্ঞান শিখবে এবং তার উপর কাজ করবে এবং দরকারী পার্থিব জ্ঞান শিখবে যাতে তারা একটি ভাল বৈধ চাকরি পেতে পারে যা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্ব পূরণে সহায়তা করবে। অতএব, তাদের দেওয়া পার্থিব জ্ঞান অর্জনের সুযোগগুলি, যেমন একটি বিনামূল্যে শিক্ষা, কাজেই তাদের দেওয়া উচিত, এবং এটিকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় এই বিশ্বাস করে যে এর সাথে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কোনও সম্পর্ক নেই। যে ব্যক্তি একটি ভাল পার্থিব শিক্ষা অর্জন করে যা একটি ভাল বৈধ চাকরির দিকে পরিচালিত করে যার মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্ব পূরণ করতে এবং অন্যদের সাহায্য করতে পারে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরষ্কার পাবে। কিন্তু এটা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পার্থিব জ্ঞান অর্জনের যাত্রার সময়, তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করতে হবে, কারণ ইসলামী জ্ঞান তাদের পার্থিব জ্ঞান এবং প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সহায়তা করবে যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ফিরে আসে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮২:

"...আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে। কোন লেখক যেন আল্লাহ যা শিখিয়েছেন তা লিখতে অস্বীকৃতি না জানায়। তাই সে যেন লিখে

এবং যার উপর ঋণ আছে সে যেন লিখে। এবং সে যেন তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং এর মধ্যে কোন কিছু বাদ না দেয়..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহ প্রায়শই তাঁর ভয়কে পার্থিব লেনদেনের সাথে সংযুক্ত করেন, যেমন আর্থিক লেনদেন। কারণ ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাই বিচারের দিনে তাকে প্রতিটি উদ্দেশ্য, প্রতিটি উচ্চারিত কথা এবং প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তা সে ধর্মীয় বা পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হোক না কেন। অতএব, এটি মনে রাখা উচিত এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলা উচিত।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮২:

"...কিন্তু যার উপর দায়িত্ব রয়েছে সে যদি সীমিত বোধশক্তিসম্পন্ন হয় অথবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার ক্ষমতা রাখে না, তাহলে তার অভিভাবক ন্যায়বিচারের সাথে লেখার নির্দেশ দেবে। এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষীকে সাক্ষী হিসেবে আন। আর যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তাহলে একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করো - যাতে তাদের একজন [অর্থাৎ, মহিলারা] ভুল করলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে..."

যেহেতু বেশিরভাগ মহিলা ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশ নিতেন না এবং তাই ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পর্কে অপরিচিত ছিলেন, তাই একজন পুরুষ সাক্ষীর পরিবর্তে দুজন মহিলাকে সাক্ষী হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, যেহেতু মহিলারা মূলত তাদের বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তাই তাদের আইনি মামলায় অংশ নেওয়ার জন্য খুব কম সময় থাকত। অতএব, দুজন মহিলাকে সাক্ষী হিসেবে নেওয়ার মাধ্যমে, তাদের মধ্যে যে কেউ যদি উভয়কেই ডাকা হয় তবে একটি আইনি মামলায় সাক্ষ্য দিতে পারত। অতএব, কোনও ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যাতে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় যে নারীরা পুরুষদের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত। পবিত্র কুরআনের একটি বিবৃতিতে শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তবতা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তখনই নিহিত যে, কেউ কতটা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মেনে চলে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। যত বেশি কেউ মহান আল্লাহকে মেনে চলে, ততই সে উন্নত হয়। লিঙ্গ, জাতি বা সামাজিক মর্যাদার মতো মানুষকে আলাদা করে এমন অন্য কোনও পার্থিব মানদণ্ডের ইসলামের দৃষ্টিতে কোনও মূল্য নেই। কিন্তু যেহেতু মানুষের উদ্দেশ্য এবং কিছু কাজ গোপন থাকে, তাই কেউ নিজের বা অন্য কারও জন্য শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। ৫৩ তম অধ্যায় আন নাজম, আয়াত ৩২:

"...তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করে।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮২:

"... আর যখন সাক্ষীদের ডাকা হয়, তখন তারা যেন অস্বীকার না করে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি অন্যদের সাহায্য করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ একটি সমাজ তখনই অগ্রসর হয় যখন তার সদস্যরা একে অপরকে সাহায্য করে। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের সামর্থ্য অনুসারে সক্রিয়ভাবে অন্যদের সাহায্য করতে হবে, কারণ এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন পাবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যার উপর মহান আল্লাহর সমর্থন রয়েছে, সে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে পরিচালিত হবে যাতে সে উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করতে পারে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮২:

"...আর তোমরা তা ছোট হোক বা বড়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লিখতে অত্যধিক ক্লান্তি বোধ করো না। এটি আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত এবং প্রমাণ হিসেবে শক্তিশালী এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ দূর করার সম্ভাবনা বেশি, তবে যখন তা তাৎক্ষণিক লেনদেনের ক্ষেত্রে হয় যা তোমরা নিজেদের মধ্যে করো। কারণ [তাহলে] যদি তোমরা তা না লেখো, তাহলে তোমাদের উপর কোন দোষ নেই। এবং চুক্তি সম্পাদনের সময় সাক্ষী রাখো..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মানুষের সর্বদা একে অপরের সাথে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে যোগাযোগ করা উচিত। সূরা ৩৩ আল আহজাব, আয়াত ৭০:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ন্যায়সঙ্গত কথা বলো।"

যেহেতু কাজের পরে প্রায়শই কথা বলা হয়, তাই যে ব্যক্তি কথায় সৎ ও স্পষ্ট, সে তার কাজেও সৎ ও স্পষ্ট হবে। এটি অন্যদের চরিত্র এবং কথা সম্পর্কে বিভ্রান্তি এবং নেতিবাচক ধারণা এড়াতে সাহায্য করে। নেতিবাচক ধারণা প্রায়শই পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন গীবত এবং অপবাদ। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক [নেতিবাচক] অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু অনুমান পাপ..."

নেতিবাচক ধারণার ফলে সম্পর্ক ভেঙে যায় যা একজন মুসলিমকে অন্য মানুষের অধিকার পূরণে বাধাগ্রস্ত করে। এর ফলে একটি পরিবার এবং সমগ্র সমাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। অতএব, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিস্থিতি হোক বা আর্থিক, সকল ক্ষেত্রেই মানুষের সাথে তাদের সকল ধরণের মিথস্ক্রিয়া এবং আচরণে স্পষ্ট এবং খোলামেলা থাকা উচিত।

এরপর মহান আল্লাহ মুসলিমদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, ব্যবসায়িক চুক্তিপত্র সংকলনকারী লেখক, যেমন আইনজীবী, অথবা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী সাক্ষী এবং যাকে আইনি আদালতের মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হতে পারে, তাদের উপর চাপ প্রয়োগ বা তাদের সম্পর্কে অবহিত করা যাবে না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮২:

"...কোন লেখক বা সাক্ষীর ক্ষতি করা উচিত নয়। যদি তোমরা তা করো, তবে তা তোমাদের মধ্যে [গুরুতর] অবাধ্যতা। এবং আল্লাহকে ভয় করো..."

ব্যবসায়িক জগতে প্রায়শই এটি ঘটে, যেখানে শক্তিশালী কর্পোরেশনগুলি পার্থিব লাভের জন্য , যেমন সম্পদের জন্য, ব্যবসায়িক চুক্তিতে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠতা করে। যদিও এটি একটি পার্থিব বিষয়, তবুও, স্বাভাবিকভাবেই, মহান আল্লাহ, ধর্মীয় বা পার্থিব, সমস্ত বিষয়কে তাঁর আনুগত্য বা অবাধ্যতার সাথে সংযুক্ত করেন। অতএব, একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলতে হবে এবং মানুষের সাথে আচরণ করার সময় একটি সৎ চরিত্র বজায় রাখতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তি এই পৃথিবীতে এবং পরকালে তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করে। এই

পৃথিবীতে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করে, তা তাদের জন্য চাপ, উদ্বেগ এবং দুর্দশার উৎস হয়ে উঠবে, এমনকি তারা মজার মুহূর্তগুলি উপভোগ করলেও। এটি বেশ স্পষ্ট যখন কেউ অন্যদের প্রতি অন্যায়কারীদের দেখে। উদাহরণস্বরূপ, যারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জনের জন্য অন্যদের প্রতি অন্যায় করে তারা সর্বদা ভীত এবং ভীত থাকবে যে কেউ তাদের ক্ষমতার অবস্থান থেকে সরিয়ে দেবে। এটি তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেয়, এমনকি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করলেও। এবং পরকালে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে রয়েছে অন্যায়কারীর তাদের নেক আমলগুলো তাদের ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেওয়া, এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যায়কারী তাদের ক্ষতিগ্রস্তদের পাপ নিজের হাতে তুলে নেবে। এর ফলে বিচারের দিনে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

ব্যবসায়িক চুক্তির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ক্ষতি করার মধ্যে ঘুষ দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যেহেতু ঘুষ প্রদানকারী বা গ্রহণকারী ব্যক্তি অভিশপ্ত, তাই অন্যদের ঘুষ প্রদান তাদের ক্ষতি করার একটি গোপন উপায়। জামে আত তিরমিযী, ১৩৩৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অভিশপ্ত ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমত হারাবে। মহান আল্লাহর রহমত ছাড়া উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮২:

"... আর আল্লাহকে ভয় করো। আর আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।"

এই আয়াতটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেষ হয় যে, তাদের আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যাতে উভয় জগতে সাফল্য লাভ করা যায়। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, যাতে মানবজাতিকে একটি নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করা যায় যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং বিচার দিবসের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে। উপরন্তু, এই আচরণবিধি সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং শান্তি ছড়িয়ে পড়া নিশ্চিত করবে কারণ এটি ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা এবং সমতার উপর ভিত্তি করে এবং যেকোনো পক্ষপাত থেকে অনেক দূরে, যা কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর লোকদের, যেমন ধনীদের, অন্যদের উপর পছন্দ করে। অতএব, এই আচরণবিধি একজন ব্যক্তি এবং সমগ্র সমাজের জন্য মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এটি মেনে চলে। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে কোনও মানব-নির্মিত আচরণবিধি কখনই এই ফলাফল অর্জন করতে পারে না। অতএব, মহান আল্লাহ প্রদত্ত আচরণবিধির সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণ অধ্যয়ন করা উচিত, যাতে এর ব্যাপক এবং অতুলনীয় উপকারিতাগুলি উপলব্ধি করা যায়। এমনকি যদি কেউ ইসলামী আচরণবিধির পিছনে কিছু জ্ঞান বুঝতে ব্যর্থ হয় বা তাদের আকাঙ্ক্ষা এর সাথে বিরোধিতা করে, তবুও তাদের একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। ঠিক যেমন এই জ্ঞানী রোগী সুস্বাস্থ্য অর্জন করবেন, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী আচরণবিধি গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন তিনি উভয় জগতেই মানসিক ও শারীরিক শান্তি অর্জন করবেন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ২৮২ নম্বর আয়াতটি পবিত্র কুরআনের দীর্ঘতম আয়াত। মজার ব্যাপার হলো, এতে আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কর্তব্য, যেমন নামাজ বা পবিত্র হজ্জ, আলোচনা করা হয়নি। বরং, এটি অন্যদের সাথে সঠিক আচরণ করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে, বিশেষ করে ব্যবসায়িক লেনদেনের সময়। অতএব, মুসলমানদের সর্বদা ঈমানের উভয় অংশ, অর্থাৎ, মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। পরেরটি অন্যদের সাথে সেই আচরণের মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে যেভাবে মানুষ তার সাথে আচরণ করতে চায়।

এরপর আল্লাহ তাআলা ভ্রমণের সময় ব্যবসা করার বিষয়টি এবং কীভাবে একজনকে সৎভাবে আচরণ করতে হবে তা উল্লেখ করেছেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৮৩:

"আর যদি তোমরা ভ্রমণে থাকো এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে জামানত গ্রহণ করা উচিত। আর যদি তোমাদের কেউ অন্যের উপর আমানত রাখে, তাহলে যার উপর আমানত রাখা হয়েছে সে যেন তার আমানত [বিশ্বস্ততার সাথে] আদায় করে এবং তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কারো আমানতের সাথে খেয়ানত করা ভণ্ডামির একটি দিক। সহীহ বুখারী, ২৭৪৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ এবং মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত আমানত।

আল্লাহ, সর্বশক্তিমান এবং মানুষের উপর ন্যস্ত প্রতিটি আমানত। এই আমানত পূরণের একমাত্র উপায় হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে সঠিকভাবে আমানত ব্যবহার করা। এটি উভয় জগতে আরও আশীর্বাদ এবং রহমতের দিকে পরিচালিত করে, কারণ এটিই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

মানুষের মধ্যে আমানতও পালন করা গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর অন্য কারো জিনিসপত্রের আমানত রাখা হয়েছে, তার উচিত সেগুলোর অপব্যবহার করা নয় এবং কেবল মালিকের ইচ্ছানুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করা। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমানতের মধ্যে একটি হল কথোপকথন গোপন রাখা, যদি না অন্যদের জানানোর মাধ্যমে কিছু সুস্পষ্ট লাভ হয়। দুঃখের বিষয়, মুসলমানদের মধ্যে এটি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। একজনকে তাদের আমানত পালন করতে হবে ঠিক যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের মধ্যে আমানত পালন করুক।

এছাড়াও, এই ট্রাস্টগুলির মধ্যে একজনের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিরা, যেমন নির্ভরশীল ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই ব্যক্তিদের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই ট্রাস্টগুলি পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার উপর কর্তব্য হল তাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখা, বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে উৎসাহিত করা। সমস্ত ট্রাস্ট অবশ্যই পূরণ করতে

হবে কারণ উভয় জগতেই তাদের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৩৪:

"...এবং [প্রত্যেক] আমানত পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই, আমানত সর্বদা [যার বিষয়ে] জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

যেহেতু কেউ এই পৃথিবীতে বা পরকালে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি থেকে রেহাই পেতে পারে না, তাই তাদের জন্য তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে তা পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৩:

"আর যদি তোমরা ভ্রমণে থাকো এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে জামানত গ্রহণ করা উচিত। আর যদি তোমাদের কেউ অন্যের উপর আমানত রাখে, তাহলে যার উপর আমানত রাখা হয়েছে সে যেন তার আমানত [বিশ্বস্ততার সাথে] আদায় করে এবং তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে..."

পবিত্র কুরআন জুড়ে, আল্লাহ, মহান, ইসলামী নিয়ম-কানুনকে তাঁর ভয় এবং এই নিয়ম-কানুন ভঙ্গের পরিণতির ভয়ের সাথে একত্রিত করেছেন। কারণ সমাজের

মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি ভালো আইন ব্যবস্থা এবং মহান আল্লাহর ভয় উভয়ই প্রয়োজন। মহান আল্লাহ, মহানের ভয় ছাড়া একটি ভালো আইন ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, কারণ যারা আত্মবিশ্বাসী যে তারা সরকারের আইন ভঙ্গের জন্য জবাবদিহিতা এড়াতে পারবে, তারা অপরাধ করবে। এছাড়াও, যখন কেউ আল্লাহ, মহানকে ভয় করে না তখন একটি ভালো আইন ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। অন্যদিকে, মহান আল্লাহ, মহানকে ভয় করা একজনকে অন্যদের সাথে সরাসরি অন্যায় করা থেকে বিরত রাখবে কিন্তু একটি ভালো ও ন্যায্য আইন ব্যবস্থার অভাবে, সরকার কর্তৃক মানুষ অন্যায়ের শিকার হবে। উদাহরণস্বরূপ, কর ব্যবস্থা সর্বদা সমাজের বাকি অংশের চেয়ে ধনীদের পক্ষপাতী করে। অতএব, একটি ভালো আইন ব্যবস্থা, যা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ, মহানের কাছ থেকে আসতে পারে, কারণ তিনি সবকিছু জানেন, এবং মহান আল্লাহর ভয়, উভয়ই সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং শান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা আইনি মামলায় সাক্ষ্য গোপন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৮৩:

"...আর সাক্ষ্য গোপন করো না, কারণ যে তা গোপন করে, তার অন্তর অবশ্যই পাপী..."

এর মধ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয়। এটা একটা সতর্কীকরণ হিসেবে যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হরণ করার জন্য এইভাবে আচরণ করবে, সে জাহান্নামে যাবে, এমনকি যদি সে তাদের কাছ থেকে গাছের একটি ডালও নেয়। সহীহ মুসলিমের ৩৫৩ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৩:

"...আর সাক্ষ্য গোপন করো না, কারণ যে তা গোপন করে, তার অন্তর অবশ্যই পাপী..."

এই আয়াতটি অভ্যন্তরীণ নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য, যেমন লোভ, বাহ্যিক পাপের সাথেও সংযুক্ত করে। এটি একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পবিত্র করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এটি সৎ ও পবিত্র কর্মের দিকে পরিচালিত করে। এই পবিত্রতার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি শেখা এবং গ্রহণ করা, যেমন ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং মহান আল্লাহর ভয়, এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন লোভ, হিংসা এবং অহংকার এড়িয়ে চলা। এটি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ যার আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র সে ভালো কাজ করবে যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যার আধ্যাত্মিক হৃদয় অপবিত্র, সে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করবে। এটি তাকে উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন থেকে বিরত রাখবে। অধ্যায় 26 আশ শু'আরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কারো কোন উপকারে আসবে না। কেবল সেই ব্যক্তিই লাভবান হবে যে পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।"

যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অবস্থা, তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে জানেন, তাই তিনি উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করবেন। অতএব, ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অবস্থার পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে তারা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পবিত্র করে, যা পরবর্তীতে সৎ উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মের দিকে পরিচালিত করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৩:

"... আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।"

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

500+ FREE English Books & Audiobooks / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: https://shaykhpod.com/

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
অডিওবুক: https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
পডওম্যান: https://shaykhpod.com/podwoman
পডকিড: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts

লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্লগ এবং আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন: http://shaykhpod.com/subscribe

ই-বুক/অডিওবুকের ব্যাকআপ সাইট: https://archive.org/details/@shaykhpod